بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمنِ الرَّحِيۡمِ

সহীহ হাদীস ও ফিক্‌হ হানাফীর আলোকে

নুরী নামায শিক্ষা

মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

[M.A(Arabic),Research(theology)
Azhar University,Cairo,Egypt;
English(Diploma)America
University,Cairo]
E-mail:-quazinurularefin@gmail.com

প্রকাশনা

মুসলিম বুক হাউস

কালিয়াচক,মালদা ফোন–৯৭৩৩২৮-৮-৯০৬/৯৬৪৭৮-১৮-৯৮-৭

পরিবেশনা

ফিকরে রেজা অ্যাকাডেমী

পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

পুস্তকের নাম ঃ-নুরী নামায শিক্ষা
লেখকের নাম ঃ-মোহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী
প্রকাশ কাল ঃ-১১রবিউস সানী,১৪৩৭ : ২২ জানুয়ারী,২০১৬
দ্বীতিয় সংস্করণ ঃ- রবিউস সানী,১৪৪২ ; ডিসেম্বর ২০২০ সন
টাইপসেটিংঃ–ফিক্‌রে রেজা অ্যাকাডেমী
প্রকাশনায় ঃ– মুসলিম বুক ডিপো
পরিবেশনায় ঃ–ফিকরে রেজা অ্যাকাডেমী
মূল্য ঃ-৬০ টাকা

বিশেষ সতর্কীকরণ

প্রকাশক কতৃক গ্রন্থ সত্ব সংরক্ষিত
বিনাঅনুমতীতে ছাপানো ও নকল করা আইনত দন্ডনীয়

সূচীপত্র

১.ইসলাম ও ঈমান	৭
২.কালেমা সমূহ	৭
৩.নামায	১১
৪.নামাযের ফযীলত	১১
৫.নামাযের শর্তসনূহ	১১
৬.ওজুর বর্ণনা	১১
৭.ওজুর সুন্নাত	১২
৮.ওজুর নিয়মাবলী	১২
৯.ওজুর নিয়াত	১৩
১০.ওযু করার সময় পড়ার দোআ	১৪
১১.গোসলের বর্ণনা	১৭
১২.যে যে কারণে গোসল ফরয হয়	১৭
১৩.গোসলের নিয়মাবলী	১৭
১৪.তায়াম্মুমের বর্ণনা	১৮
১৫.আযানের বর্ণনা	১৯
১৬.আযানের নিয়ম	১৯
১৭.তাসবীব বা সালাত পাঠ	২৩
১৮.নামাযের ফরয সমূহ	২৪
১৯.নামাযের ওয়াজিব সমূহ	২৬
২০. নামাযের সুন্নাত সমূহ	২৮
২১.মহিলাদের জন্য সুন্নাত	৩০
২২.কতিপয় প্রয়োজনীয় সুরা	৩১
২৩.আল -ফাতিহা	

২৪. সুরা ক্বদর	৩১
২৫. সুরা আস্‌র	৩১
২৬.আল-ফীল	৩২
২৭. আল-কুরাইশ	৩৩
২৮. আল-মাউন	৩৩
২৯.আল-কাউসার	৩৪
৩০. আল-কাফিরুন	৩৫
৩১. আন্‌-নাস্‌র	৩৫
৩২ সুরা লাহাব	৩৬
৩৩.আল-ইখলাস	৩৭
৩৪. আল-ফালাক্ব	৩৭
৩৫. আন্‌-নাস	৩৮
৩৬. নামায আদায়ের পদ্ধতি	৩৯
৩৭. তাশাহুদ	৪২
৩৮. দরুদে ইবরাহীম	৪৪
৩৯. দোয়া মাসুরা	৪৫
৪০.মহিলাদের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য	৪৬
৪১.বিভিন্ন নামাযের নিয়াত সমূহ	৪৮
৪২. ফযরের নামাযের নিয়াত	৪৮
৪৩. যোহরের নামাযের নিয়াত	৪৯
৪৪. আসরের নামাযের নিয়াত	৫১
৪৫. মাগরিবের নামাযের নিয়াত	৫২
৪৬.এশার নামাযের নিয়াত	৫৩

৪৭. বেতর নামাযের নিয়াত ৫৫
৪৮. জুমার নামাযের নিয়াত ৫৬
৪৯.কাযা নামাযের বর্ণনা ৫৯
৫০. উমরী কাযা ৬০
৫১. মুসাফিরের নামায ৬০
৫২.বিবিধ সুন্নাত ও নফল নামায সমূহ ৬১
৫৩. তাহাজ্জুদের নামায ৬১
৫৪. সালাতুত তাসবীহ ৬২
৫৫. ইশরাকের নামায ৬৪
৫৬.আওয়াবীন নামায ৬৪
৫৭. আশুরার নামায ৬৫
৫৮. শাবে মেরাজের নামায ৬৫
৫৯. শাবে বরাতের নফল ইবাদত ৬৫
৬০. তারাবীহর নামায ৬৬
৬১.শাবে ক্বদরের নামায ৬৮
৬২. সালাতুল হাজাত ৬৮
৬৩. সালাতুল ইস্তিখারা ৬৯
৬৪. তাওবার নামায ৭০
৬৫. ঋণ পরিশোধের নামায ৭০
৬৬.হাজাত পূরনের নামায ৭১
৬৭. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহ সমুহ ৭১
৭২

৬৮. রোযার বিবরণ ৭৩
৬৯. রোযা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত সমূহ ৭৩
৭০. যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় ৭৪
৭১. যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না ৭৬
৭২. রোযা সংক্রান্ত মাসয়ালা ৭৭
৭৩. ই'তিকাফ ৭৮
৭৪. যাকাত ৭৮
৭৫.মালিকে নেসাব কাকে বলে ৭৯
৭৬. কুরবানীর বর্ণনা ৮০
৭৭. আক্বীকা ৮২
৭৮. মৃত্যুর বর্ণনা ৮৩
৭৯. কাফনের বর্ণনা ৮৪
৮০. কবর ও দাফন ৮৫
৮১. হজের বর্ণনা ৮৭
৮২.কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া ৮৮
৮৩.কয়েক প্রকার দরুদ শরীফ ৯০
৮৪. জুমার খোৎবা ৯১
৮৫. বিবাহের খোৎবা ৯৪
৮৬. সালাম ৯৫
৮৭.শাজরা আলিয়া কাদিরীয়া রাজাবীয়া নুরীয়া ৯৬
৮৮.দোয়া ৯৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا وَ عَلٰى ذَوِيْهِ وَ الِهِ اَبَدَالدُّهُوْرِ وَ كَرَّمَا

ইসলাম ও ঈমান

' ইসলাম' শব্দের অভিধানিক অর্থ সমর্পন,শান্তি ও নিরাপত্তা। আর ধর্মীয় পরিভাষায় বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর সম্মুখে আত্ম সমর্পণ করা। আল্লাহ তায়ালার মনোনিত ধর্ম হল ইসলাম। ইসলামের প্রধান প্রধান ভিত্তি হল পাঁচটি। এগুলি হল যথাক্রমে;-এরূপ স্বাক্ষ্য প্রদান করা যে,আল্লাহ ব্যতিত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই,নাবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসুল;নামায কায়েম করা;রমযান মাসে সিয়াম সাধন করা;যাকাত প্রদান করা এবং বিত্তশালিদের জন্য হজ্ব পালন করা।

'ঈমান'শব্দের অভিধানিক অর্থ হল বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন। ঈমান হলো তাসদিকে কলবী বা আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। অন্তরে সন্দেহ সংশয় রেখে কেবল মুখে বিশ্বাসের কথা বললে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নিকট কোন মূল্য নেই। কেননা ঈমান হচ্ছে আল্লাহ পাক ও হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত বিষয় সমূহের উপর না দেখে বিশ্বাস করার নাম।

কালেমা সমূহ

কালেমা তাইয়েবাহ

لَا اَلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উচ্চারণ:-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

অর্থ:-আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

কালেমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ:-আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ:-আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে. আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

কালেমা তামজীদ

سُبْحَانَ للّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ و لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه و اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَا وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للّٰهِ الْعَلِى الْعَظِيْم

উচ্চারণ:- সুবহানাল্লাহি ওয়াল্ হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু্ আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিইল আজিম।

অর্থ:-- আল্লাহ তায়ালা পবিত্র , সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই,তিনি সর্বাপেক্ষা মহান এবং শক্তি ও ক্ষমতা দাতা ,

একমাত্র তিনিই সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ।

ঈমানে মুফাস্‌সাল

اٰمَنْتُ بِا للّٰهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمَ الاٰخِرِ وَالْقَدْرِ

خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

উচ্চারণ:-আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী অল ইয়াও মিল আখিরি অল ক্বদরি খয়রিহী ওয়া শার্‌রিহী মিনাল্লাহি তায়ালা ওয়াল বাসি বাদাল মাওত।

অর্থ:-আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র উপর,তাঁর ফেরেশতাকুলের উপর, তাঁর কিতাবাদির উপর,তাঁর রাসুলগণের উপর,ক্বিয়ামত দিবসের উপর, তাকদীরের উপর -যার ভাল-মন্দ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে,আর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهِ وَ اَرْكَنِهِ

اِقْرَارٌ بِا لِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِا الْقَلْبِ

উচ্চারণ:-আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআস্‌মা ইহী ওয়া সিফাতিহী ওয়া কাবিলতু জামিয়া আহ্‌কামিহী। ইকরারুন বিললিসান ওয়া তাসদিকুন বিল ক্বালব।

অর্থ:-আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম ,যেভাবে তিনি নিজের নাম সমূহও আপন গুণাবলীর সাথে আছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত বিধি বিধানকে মৌখিক স্বীকৃতি সহকারে ও অন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে মেনে নিলাম ।

কালেমায়ে রাদ্দে কুফর

اَللّٰهُمَّ اِنِّـى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْأً وانا اعلم بِه

وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا اَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَ تَبَرَّأْ تُ مِنَ الْكُفْرِ

وَشِّرْكِ وَ الْكِذْبِ وَالْغِيْبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَ النَّمِيْمَةِ وَ الْفَوَاحِشِ

وَ الْبُهْتَانِ وَ الْمَعَاصِى كُلِّهَا وَ اَسْلَمْتُ وَ اَقُوْلُ اَنْ لَا اِلٰهَ

اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আন উশরিকা বিকা শাইআঁও ওয়া আনা আলামু বিহী ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা লা আলামু বিহী তুবতু আনহু ওয়া তাবারাআতু মিনাল কুফরি ওয়াশ শিরকী ওয়াল কিযবী ওয়াল গিবাতী ওয়াল বিদআতী ওয়ান নামিমাতী ওয়াল ফাওয়াহিশি ওয়াল বুহতানে ওয়াল মাআসি কুল্লিহা ওয়া আসলামতু ওয়া আকুলু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

অর্থ:-হে আল্লাহ,আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কবছি এইকথা হতে যে,'আমি তোমার সহিত কাওকে শরীক করি' যা আমার জ্ঞানমতে হবে। তোমার নিকট বখশিশ চাইছি ঐ সব গুনাহ হতে যা আমার জ্ঞানে নাই। আর সে সকল হতে তওবা করছি এবং আমি বেজার হয়েছি কুফর ও শীরক হতে , মিথ্যা ,গীবত,বেদআত,চুগলি,অসভ্যতা,কারও উপর আরোপ লাগানো হতে এবং সকল প্রকার নাফরমানি হতে ,আর আমি ইসলাম এনেছি এবং মনে প্রাণে স্বীকার করছি যে অবশ্যই আল্লাহ কোন উপাস্য নেই ,হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল। .

নামায

আল্লাহ তায়ালা ও রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ের প্রতি সঠিক ভাবে ঈমান আনয়ন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাসলাক অনুযায়ী আক্বিদাকে দুরস্ত করার পর ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও ইবাদত হল নামায।

ইসলামের সর্বপ্রথম পালনীয় বিধান হিসাবে নামাযকেই নাযীল করা হয়েছে। ক্বীয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব নেওয়া হবে। এক বর্ণনায় এসেছে ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগকারীকে এক হোকবা অর্থাৎ যার পার্থিব হিসাব প্রায় ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর পর্যন্ত জাহান্নামের সাজা ভোগ করতে হবে।

নামাযের ফজিলত

পবিত্র কোরান ও হাদিস শরীফে নামাযের অসংখ্য ফাজায়েলের কথা বর্ণিত হয়েছে। সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,মুমিনদের সঙ্গে ও কাফিরদের মধ্যে ব্যবধানকারী হল নামায। নাজাতের মাধ্যম হল নামায এছাড়াও নামায দ্বারা নামায পাঠ কারীর পাপ ও গুনাহর মোচন ঘটে।

নামাযের শর্ত সমূহ

নামাযের শর্ত সমূহ হল যথাক্রমে:-১.তাহারাত বা পবিত্রতা ২.সতর বা আবরণ ; ৩. ক্বীবলামুখী হওয়া; ৪. ওয়াক্ত বা সময়; ৫. নিয়াত; ৬.তাকবীর তাহরীমা।

ওজুর বর্ণনা

সাধারণত ছোট নাপাকী হতে পবিত্রতা হাসিলের জন্য শরীরের কতি পয় নির্দিষ্ট অঙ্গকে ধৌত করা ও মাথা মাসাহ করাকে ওজু বলা হয়।

ওজুর ফরয সমূহ

ওজুর ফরয হল চারটি । এগুলি হল যথাক্রমে:- ১. মুখ মন্ডল ধৌত করা অর্থাৎ মাথার গোড়া যেখান থেকে চুল জন্মায় সেখান থেকে শুরু

করে থুঁতনী পর্যন্ত এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত মুখের চামড়ার প্রতিটি অংশ ধৌত করা,২. উভয় হাত কনুই সহ ধৌত করা,৩. মাথার এক চতুর্থাংশ একবার মাসাহ করা ৪. উভয় পা গিরা সহ একবার ধৌত করা ।

ওজুর সুন্নাত সমুহ

১.আল্লাহর হুকুম পালন করার নিয়াতে ওজু করা,২. বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা,৩.দু হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবাব ধৌত করা,৪.দাঁতন করা, ৫.ডান হাত দ্বারা তিনবার কুল্লি করা,৬.ডান হাত দ্বারা তিনবার নাকে পানি দেওয়া, ৭.বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করা ৮.দাঁড়ি আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করা , ৯.হাত পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা,১০.প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করা,১১.পূর্ণমাথা একবার মাসাহ করা,১২.ধারাবাহিক ভাবে ওজু করা, ১৩.কান মাসাহ করা,১৪.দাঁড়ির যে অংশ মুখমন্ডলের নিচের ভাগে থাকে তার উপর ভিজে হাত ফিরানো,১৫.অযথা সময় নষ্ট না করা,অর্থাৎ এক অঙ্গ শুকাতে না শুকাতে অন্য অঙ্গ ধৌত করা।

ওজুর নিয়মাবলী

ওজু করার পূর্বে নিয়াত করে ক্বীবলামুখী হয়ে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। ডান হাত দ্বারা ভালভাবে মিসওয়াক করে তিনবার কুল্লি করতে হবে এমনভাবে যে, পানি গলা পর্যন্ত এবং দাতের গোড়া ও জিভের নিচে পর্যন্ত পৌঁছায়। দাঁত বা অন্যত্র যদি কোন কিছু আটকে থাকে তবে বের করে নিতে হবে। অত:পর ডান হাত দ্বারা তিনবার নাকে পানি এমন ভাবে দিতে হবে যেন নাকের হাড় পর্যন্ত পানি পৌঁছায় এরপর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল নাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে নাক পরিষ্কার করতে হবে।

এরপর দুহাতে পানি নিয়ে মুখমন্ডল এমনভাবে ধুতে হবে যেন চুল গজানোর স্থান থেকে থুতনী পর্যন্ত এবং ডান কানের লতি থেকে বাম কানের লতি পর্যন্ত কোন স্থান অবশিষ্ট না থাকে। দাড়ি থাকলে ভালভাবে ধৌত করতে হবে এবং প্রয়োজনে খিলাল করতে হবে,তবে এহরাম অবস্থায় যেন খিলাল করা না হয়।এরপর কনুই সহ উভয় হাত তিনবার ধৌত করতে হবে। এরপর মাথাতে একবার মাসাহ এরূপ ভাবে করতে হবে যে, প্রথমে উভয় হাত ভিজিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুল বাদ দিয়ে উভয় হাতের অবশিষ্ট আঙ্গুল গুলি পরস্পর নখের সাথে মিলিয়ে এবং ঐ ছয় আঙ্গুলের পেটের অগ্রভাগ মাথার উপর রেখে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত এমনভাবে নিয়ে যাবে যেন উভয় হাত মাথার দিকে পূনরায় এমনভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে যেন উভয় হাতের তালু দ্বারা মাথার দু পার্শ্বে লাগে। এরপর শাহাদাত আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের ভিতরাংশ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট দ্বারা কানের বাহির অংশ মাসাহ করবে। উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করবে। তবে হাত যেন গলা পর্যন্ত না য়ায় কারণ গলা মাসাহ করা মাকরুহ। এরপর ডান পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করে গিরার উপরিভাগ পর্যন্ত ধৌত করবে এবং সাথে সাথে পায়ের আঙ্গুলগুলি খিলাল করতে হবে।

ওযুর নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَ اِسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوة
وَ تَقَرُّباً اِلَى اللّٰهِ تَعالٰى

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আতা ওয়াজ্জা লি রাফাইল হাদাসি ওয়া ইসতে

বাহাতিস সালাতি ওয়া তাকা ররুবান ইলাল্লাহি তায়ালা।

ওযু করার সময় পড়ার দোআ

কুল্লি করার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ
وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা তিলায়াতিল কুরআনি ও যিকরিকা ও শুকরিকা ও হুসনি ইবাদাতিকা।

নাকে পানি দেবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةَ وَ لَا تُرِحْنِى رَائِحَةَ النَّارِ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আরিহনি রায়িহাতাল জান্নাতা ও লা তুরিহনি রায়িহাতান ন্যার।

মুখ ধোবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِى يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা বাইয়িদ ওজহি ইয়াওমা তাবয়াদ্দু ওজুহু ও তাসওয়াদ্দু ওজহু।

ডান হাত ধোবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِى كِتَابِىْ بِيَمِيْنِى وَ حَاسِبْنِى حِسَابًا يَّسِيْراً

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আতিনি কিতাবি বিইয়ামিনি ওয়া হাসিবনি হিসাবা-ইয়াসিরা ।

বাম হাত ধোবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَ لَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা লা তুতিনি কিতাবি বিশিমালি ও লা মিন ওরায়ে যাহরী।

মাথা মাসেহ করার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا عَرْشِكَ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আযিল্লানি তাহতা যিল্লী আরশিক ইয়াওমা লা যিল্লি ইল্লা আরশিকা।

কান মাসেহ করার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আজআলনি মিনাল লাযিনা ইয়াসতামিউনাল কাওলা ফা ইয়াত্তাবিউনা আহসানাহু।

ঘাড় মাসেহ করার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنْ النَّارِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আতিক রাকবাতি মিনান নার।

ডান পা ধোবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাব্বিত ক্বাদিমী আলাস্সিরাতি ইয়াওমা তাযিল্লীলুল আক্বদামি।

বাম পা ধোবার সময় পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْراً وَّسَعْيِ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِيْ لَنْ تَبُوْرَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ আল যান্বি মাগফুরান ও সায়ি মাশকুরান ওয়া তিযারাতি লান তাবুরা।

ওযুর শেষে পড়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ্ আল্নি মিনাত্ ত্বাওয়াবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।

মাসলা

যাকাতের অর্থ কাফের ,মুশরীক, ওহাবী (দেওবন্দী,জামাতে ইসলামী, গায়ের মুকাল্লিদ),রাফেজী,ক্বাদীয়ানী প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়দের দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এদের কে ঐ অর্থ প্রদান করলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে।

(আহকামে শরীয়াত ২য় খন্ড ১৩৯ পৃ:)

গোসলের বর্ণনা

গোসলের ফরয হল তিনটি। এগুলি হল যথাক্রমে-১.এমন ভাবে কুল্লি করা যেন মুখের প্রতিটি অংশ অর্থাৎ ঠোঁট থেকে গলার মাথা পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হয়। ২. নাকে পানি দেওয়া অর্থাৎ নাকের উভয় ছিদ্রে যতদূর নরম অংশ আছে,সেই পর্যন্ত ধৌত করা এবং পানি নাক টেনে উপরে নিয়ে যাওয়া যেন চুল পরিমান অংশ বাকী না থাকে। ৩.সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত হওয়া অর্থাৎ মাথা থেকে পায়ের তলদেশ অবধি চুল পরিমান কোন অংশযেন অধৌত না থাকে।

যে যে কারণে গোসল ফরয হয়

১.বীর্য স্বীয় স্থান থেকে নির্গত হলে,২.স্বপ্নদোষ বা ঘুমন্ত অবস্থাতে বীর্য নির্গত হলে,৩.মহিলার লজ্জাস্থানের মুখের সহিত পুরুষ লিঙ্গের সংশ্রব হলে;এতে উত্তেজনা থাকুক কিংবা না থাকুক,বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক,উভয় অবস্থাতেই নারী পুরুষ উভয়ের উপর গোসল ফরয। অনুরুপ ভাবে পুরুষের লিঙ্গ পুরুষ কিংবা মহিলার পিছন ভাগে প্রবেশ করলেও উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে। ৪.মহিলাদের হায়েজ(মেন্স) বা ঋতুস্রাব বন্ধ হলে। ৫.নেফাস অর্থাৎ বাচ্চা প্রসবের পর মহিলাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে রক্ত ক্ষরণ হয় তা বন্ধ হলে।

গোসলের নিয়মাবলী

গোসলের নিয়াত করে প্রথমে উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হবে। অত:পর ইস্তিঞ্জার স্থান ধৌত করতে হবে,তাতে নাপাকী লেগে থাকুক কিংবা না থাকুক। আর যদি কোথাও কোন নাপাকী লেগে থাকে তা হলে ধুয়ে ফেলতে হবে। অত:পর নামাযের মতো ওজু করতে হবে। কিন্তু পাধুতে হবে না। তবে যদি চৌপায়া খাট কিংবা পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে গোসল করা হয় ,তাহলে পা ধুয়ে নিতে হবে তার পর পানি সমস্ত শরীবে তেলের মত ছিটিয়ে দেবে এরূপ ভাবে তিনবার ডান কাঁধে, তিনবার বাম কাঁধে এবং তিনবার মাথায় এবং সমস্ত শরীরে

পানি প্রবাহিত করতে হবে। অত:পর গোসলের স্থান থেকে একটু সরে দাঁড়াতে হবে এবং পূর্বে পা না ধুয়ে থাকলে ধুয়ে নেবে। অত:পর সমস্ত শরীর হাত দ্বারা মর্দন করবে।

গোসলের সময় যা যা করা চলে না

১.কোনরূপ কথাবার্তা বলা,২.কোনরূপ দুআ বা দরুদ শরীফ পাঠ করা,৩.ক্বিবলামুখী হওয়া, ৪.সারা শরীরের চুল পরিমান অংশ অধৌত রাখা।

তায়াম্মুমের বর্ণনা

'তায়াম্মুম' অভিধানে কসদ বা নিয়াত করাকে বোঝায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে দুইবার 'জাবার ' বা হাত মারাকে বোঝায়।প্রথমবার চেহারার জন্য এবং দ্বিতীয়বার কনুই সমেত উভয় হাতের জন্য।

পানি ব্যবহারে সম্পূর্ন অপারগ হলে তখন ওযু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের হুকুম শরীয়ত দিয়েছে।

তায়াম্মুমের ফরয সমূহ

১.নিয়াত করা ২. সমস্ত মুখমন্ডলে একবার হাত বুলানো,৩. কনুই সমেত দুই হাতের উপর এমনভাবে হাত বুলানো যে চুল পরিমান অংশ যেন বাকী না পড়ে।

তায়াম্মুম করার নিয়ম

তায়াম্মুমের নিয়াতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠ করে মাটি জাতীয় . পবিত্র জিনিসের উপর উভয় হাত মেরে উঠাবে। যদি অধিক ধুলি বালি লাগে তাহলে হাত ঝেড়ে নিয়ে সমস্ত মুখ মন্ডল মাসাহ করবে। পূনরায় দ্বিতীয়বার অনুরূপ হাত মারবে এবং নখ থেকে শুরু করে কনুই সমেত উভয় হাত মাসাহ করতে হবে । খেয়াল রাখতে হবে যেন মাসাহ করার ক্ষেত্রে চুল পরিমান অংশও যেন বাদ না পড়ে।

তায়াম্মুমের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَ اِسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লি রাফইল হাদাসি ওয়াস্তে বাহাতিস সালাতি তাকার্রুবান ইলাল্লাহি তাআলা।

বাংলা নিয়াত:-আমি পবিত্রতা হাসিল করার নিমিত্তে নামায আদায় ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তায়াম্মুম করছি।

যে যে বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ

তায়াম্মুম ওই সব বস্তু দ্বারা জায়েজ যেগুলি মাটি জাতীয়। আর যে সব বস্তু আগুনে পুড়ে ছাই হয় না বা গলে যায় না কিংবা নরম হয় না সেটাই হচ্ছে মাটি জাতীয় জিনিষ। সুতরাং মাটি ,ধুলা,বালি,চুনা,সুরমা,হরিতাল, গন্ধক,মৃত পাথর অকীক,ফিরোজা.যমরদ ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ।

আযানের বর্ণনা

আযানের গুরুত্ব ও ফযীলত:-হযরত তালহা ইবনে ইয়াহইয়া তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন যে,আমি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকটে ছিলাম। এমন সময় মুয়াজ্জিন এসে তাঁকে নামাযের বিষয়ে অবহিত করল। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি,আযান দানকারীদের গ্রীবা(শির)কিয়ামতের দিন সবচেয়ে উঁচু হবে।

আযানের নিয়ম

ওযু করে পাক জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান দিতে হবে। ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং দুই কানের ছিদ্রদেশে দুই শাহাদাত আঙ্গুল(তর্জনী)প্রবেশ করিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে এই বাক্য গুলি উচ্চারণ করতে হবে।

উচ্চারণ -: আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার,
আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ,
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ
হাইয়্যা আলাস সলাহ , হাইয়্যা আলাস সলাহ
হাইয়্যা আলাল ফালাহ ,হাইয়্যা আলাল ফালাহ
আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

অনুবাদ :-
আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান,
আল্লাহ মহান,আল্লাহ মহান।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)আল্লাহর রসুল।
নামাজ পড়তে আসুন,নামাজ পড়তে আসুন
মুক্তি পেতে আসুন,মুক্তি পেতে আসুন।
আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান ।
আল্লাহ তাআলা ব্যতিত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই।
বি: দ্র:- ফজরের আজানে হাই-ইয়া আলাল ফালাহ এর পর দুবার আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম অতিরিক্ত বলতে হবে ।

আযানের উওর প্রদানের পদ্ধতি

মুয়াজ্জিন আযানের শব্দগুলি একটু থেমে বলবে । উওর প্রদান কারীর উচিৎ হল যখন মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে সাক্তা করবে অর্থাৎ চুপ হয়ে যাবে ,তখন আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার বলা। অনূরুপভাবে অন্যান্য শব্দাবলীরও উত্তর প্রদান করবে। যখন মুয়াজ্জিন প্রথমবার আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ বলবে তখন তার উত্তরে শ্রবনকারী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলবে। যখন মুয়াজ্জিন দ্বিতীয়বার ঐ বাক্য বলবে তখন শ্রবণকারী বলবে 'কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।' এরূপ বলার সময় প্রত্যেক বার বৃদ্ধাঙ্গুলির নখকে চোখে লাগিয়ে বলবে,আল্লাহুম্মা মাত্তিনী বিস সামই ওয়াল বাসার (অর্থ:-হে আল্লাহ আমার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির দ্বারা আমার প্রতি কল্যান দান করুন।)যে ব্যক্তি এরূপ করবে তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের পিছন পিছন জান্নাতে নিয়ে যাবেন। এরপর হাইয়া আলাস সালাহ এবং হাইয়া আলাল ফালাহ এর উত্তরে চারবার ' লা হাওলা ওয়া লা কুয়াতা' বলবে এবং উওম হচ্ছে যে,উভয়টা বলা (অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যা বলবে সেটাও বলা এবং লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা বলা)বরং সাথেসাথে এটাও বলতে হবে মা-শা আল্লাহ কানা ওয়া মালাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন (অর্থ:-আল্লাহ যা ইচ্ছে করেছেন তা হয়েছে,যা চাননি তা হয়নি)।

ফজরের আযানে আস সালাতু খায়রুম মিনান নাওম-এর উত্তরে শ্রবণকারী বলবে 'স্বাদকতা ওয়া বাররতা ওয়া বিল হাক্কী নাত্বাকতা' (অর্থ:-তুমি সত্য ও সৎ এবং সত্য বলেছ)।

আযানের দোআ

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহীদ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল ক্বাইয়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদ্বিলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফিআহ ,ওয়াব আসহু মাক্বামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া আদতাহ ওয়ার যুকনা শাফায়াতাহু ইয়াওমাল ক্বীয়ামাত,ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ।

অর্থ:-হে আল্লাহ এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই নামাযের তুমিই রব। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দান কর সুমহান মর্যাদা ও জান্নাতের শ্রেষ্ঠ তম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত কর যার প্রতি শ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছে। কিয়ামতের দিবসে তাঁর শাফায়াত আমাদেরকে নসীব কর। নিশ্চিই তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না।

ইকামত

ইকামত আদানের অনুরূপ ,শুধুমাত্র পার্থক্য এতটুকু যে ইকামতে -হাইয়া আলাল ফালাহ এর পর কাদ্কা মাতিস সালাহ দুবার বলতে হবে।ইকামতের শব্দাবলী তাড়াতাড়ি বলবে,মাঝখানে বিরতে করবেনা । কানের মধ্যে হাত রাখবেনা এবং কানের ভিতর আঙ্গুলও প্রবেশ করাবেনা। ইকামতের সময়েও হাইয়া আলা সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ উচ্চারণের সময় ডানে বামে মুখ ফেরাতে হবে।

মাসয়ালা:-আজান ইকামতের মাঝখানে কেউ তাকে সালাম দিলে সালামের জবাব দেওয়া বৈধ নয়।

মাসআলা:-আজান মাসজিদের মিনারে,মাসজিদের বাইরে কিংবা মাসজিদের সংলগ্নকোন স্থানে দিতে হবে যেখান থেকে পরিষ্কার

প্রতিবেশীদের নিকট পৌঁছায়। মাসজিদের ভিতরে আজান দেওয়া মাকরুহ।[১]

মাসআলা:- রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নাম শুনে আঙ্গুলে চুম্বন দিয়ে চোখে লাগানো মুস্তাহাব।[২]

তাসবীব বা স্বালাত পাঠ

আযানের পর দ্বিতীয়বার নামাযের জন্য আহ্বান করাকে তাসবীব বলা হয়। একে সাধারণভাবে স্বালাত পাঠও বলা হয়। স্বালাত পাঠ হল মুসতাহাব বা উত্তম কাজ।[৩]

স্বালাতের জন্য হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিম্নের দরুদ শরীফ পাঠ করা উত্তম। যদিও এর জন্য নির্দিষ্ট কোন বাক্য নেই।

আস-সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ,
আস-সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ
আস-সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া নুরাল্লাহ।[৪]

নামাযের ফরয ৭ টি

১.তাকবীর তাহরীমা ২.ক্বিয়াম ৩.ক্বেরাত ৪.রুকু ৫.সিজদাহ ৬.কাদায়ে আখিরা বা শেষ বৈঠক ৭.খুরুজে বিসুনই হি অর্থাৎ সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা।

মাসআলা:-নামাযের ফরয সমূহের মধ্যে কোন একটি ফরয ইচ্ছা কৃত বা ভুলবশত ছুটে গেলে নামায বাতিল হবে।[৫]

১.ফাতওয়া রেজবীয়া ৮/৪৯৮
২.আল মাকাসিদে হাসানা ৩৮৩ পৃ:,হাদিস নং ১০২০
৩.আহকামে শরীয়াত ১/১১৮
৪.ফাতওয়া রেজবীয়া ৫/৩৬
৫.বাহারে শরীয়াত ৪/৪৯

নামাযের ৩৪ টি ওয়াজিব

১.তাকবীর তাহরীমার মধ্যে আল্লাহু আকবার বলা.
২.সুরা ফাতিহা সম্পূর্ণ পাঠ করা ,অর্থাৎ উক্ত সুরার একটিও শব্দও যেন বাদ না পড়ে।
৩.সুরা ফাতিহার সহিত সুরা মিলানো,অর্থাৎ সুরা ফাতিহার সহিত অন্য সুরা কিংবা ছোট সুরা মিলানো,
৪.ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকায়াতে সুরা ফাতিহার সহিত সুরা মিলানো
৫.নফল,সুন্নাতও বিতরের প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার সহিত সুরা মিলানো,
৬.অন্য সুরার প্রথমে সুরা ফাতিহা পাঠ করা,
৭.সুরার প্রথমে শুধু একবারই সুরা ফাতিহা পাঠ করা ।
৮.সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরার মাঝখানে ছেদ না হওয়া।
৯.ক্বেরাতের পর দ্রুত রুকুতে যাওয়া।
১০.কুমা অর্থাৎ রুকু হতে সোজা দাঁড়ানো ।
১১.প্রতি রাকায়াতে শুধু একবারই রুকু করা।
১২.একটি সিজদার পর দ্রুত দ্বিতীয় সিজদা করা এবং উভয় সিজদার মধ্যে কোনো পৃথক রুকুন না হওয়া ।
১৩.সিজদার মধ্যে উভয় পায়ের তিনটি করে আঙ্গুলের পেট যমীনে লাগিয়ে রাখা।
১৪.জালসা বা উভয় সিজদার মধ্যে সোজা হয়ে বসা ।
১৫.প্রতি রাকায়াতে দুই বারই সিজদা করা
১৬.তাদিলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সিজদা কুমা ও জালসার মধ্যে কমপক্ষে একবার সুবহান আল্লাহ বলার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা ।

১৭.দ্বিতীয় রাকায়াতের পূর্বে কাইদা না করা অর্থাৎ এক রাকায়াতের পর কাইদা না করা এবং দাঁড়িয়ে যাওয়া।
১৮.ক্বাইদা উলা করা যদিও নফল হয় অর্থাৎ দুই রাকায়াত পর ক্বাইদা করা ।
১৯.ক্বাইদা উলা ও ক্বাইদা আখিরার মধ্যে পুরো তাশাহুদ পড়া ।
২০.ফরয, বিতর ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদার ক্বাইদা উলার তাশাহুদের পর অন্য কিছু না পড়া।
২১.চার রাকায়াত নামাযের তৃতীয় রাকায়াতে ক্বাইদা না করা এবং চতুর্থ রাকায়াতের জন্য দাড়িয়ে যাওয়া ।
২২.প্রত্যেক জাহেরী নামাযে ইমামের ক্বেরাত উচ্চস্বরে হওয়া ।
২৩.প্রত্যেক সিররী নামাযে ইমামের ক্বেরাত আস্তে হওয়া ।
২৪.বিতরের মধ্যে তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা ।
২৫.বিতরের মধ্যে দু আ কুনুত পড়া ।
২৬.ঈদের নামাযে ছয়বার তাকবীর বলা
২৭.ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রাকায়াতে রুকুতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ আকবার বলা,
২৮.আয়াতে সিজদা পড়া হলে সিজদা তেলাওয়াত করা,
২৯.সাহও বা ভুল হলে সিজদা সাহও করা ,
৩০.প্রতিটি ফরয ও প্রতিটি ওয়াজিব সঠিক স্থানে হওয়া,
৩১.দুটি ফরয বা দুটি ওয়াজিব কিংবা ওয়াজিব ও ফরযের মধ্যে তিন তাসবিহ পড়ার সময় সমতুল্য বিলম্ব না হওয়া,
৩২.যখন ইমাম ক্বেরাত করবে উচ্চস্বরে কিংবা আস্তে এই সময় মুক্তাদির চুপ থাকা,
৩৩.ক্বেরাত ব্যতীত সমস্ত ওয়াজিবে ইমামের অনুসরণ করা,
৩৪.উভয় সালামে সালাম শব্দ ব্যবহার করা,আলাইকুম বলা ওয়াজিব নয়।

নামাযের সুন্নাত সমূহ

তাকবীর তাহরীমায় সুন্নাত:-
১.তাকবীর তাহরীমার জন্য হাত উঠানো,
২.হাতের আঙ্গুল সমূহ স্বাভাবিক ভাবে রাখা,অর্থাৎ একবারে ফাঁকা বা মিলিত না রাখা,
৩.হাত উঠানোর সময় হাতের তালু বা আঙ্গুল সমূহ কিবলার দিকে রাখা,
৪.তাকবীর তাহরীমার সময় মাথা না ঝুকানো,
৫.তাকবীর শুরুর পূর্বেই উভয় হাতকে কান পর্যন্ত উঠানো,কুনুতের তাকবীর(বেতেরের নামাযে)ও ঈদের তাকবীরেই এরূপ করা সুন্নাত,
৬.ইমামের উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার,সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা ও সালাম বলা। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চস্বর করা মাকরুহ।
৭.তাকবীর বলার সাথে সাথেই হাত বেঁধে নেওয়া।
বি:দ্র:-অনেকে তাকবীর বলার পর হাত ঝুলিয়ে দেয় এবং তারপর বাঁধে এরূপ করা খেলাফে সুন্নাত।
মহিলাদের জন্য সুন্নাত:-মহিলাদের স্কন্ধ বা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো হল সুন্নাত।

ক্বেয়ামের সময় সুন্নাত

৮.পুরুষেরা নাভীর নিচে ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রেখে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিযে বাম হাতের উপর স্বাভাবিক ভাবে রাখা।
মহিলারা বাম হাতের তালু সিনার একটু নিচে রেখে তার পিঠের উপর ডান হাতের তালু রাখবে।
৯.প্রথমে সানা পাঠ তারপর তাউযু এবং তারপর তাসমিয়া পাঠ করা।
১০.সানা,তাউযু ও তাসমিয়া পরস্পর পড়া এবং আস্তে পড়া।
১১.আমীন আস্তে বলা।
১২.প্রথম তাকবীরে সানা পড়া।
১৩.তাউযু শুধুমাত্র প্রথম রাকায়াতে পড়া।

রুকুর সুন্নাত সমূহ

১৪.রুকুর জন্য আল্লাহু আকবার বলা ।
১৫.রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলা।
১৬.পুরুষদের জন্য দৃঢ়ভাবে হাঁটুকে ধরা।
১৭.হাঁটু ধরার সময় আঙ্গুল সমূহ ফাঁকা করে রাখা ।
১৮.উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা করে রাখা।(কেউ কেউ কামানের ন্যয় হেলিয়ে রাখে,এরূপ ভাবে রাখা মাকরুহ)
১৯.পিঠ সমান ভাবে বিছিয়ে রাখা।এমনকি যদি পানির পাত্র পিঠেব
. উপর রাখা হয় ,তাহলে তা হেলবে না।
২০.মাথা,পিঠ কোমরের সাথে সমান রাখা।
হাদিস:-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রুকু ও সিজদা পূর্ণ করো । আল্লাহর শপথ আমি তোমাদেরকে পিছন হতে লক্ষ্য করি ।
২১.উওম হল তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া।
মহিলাদের জন্য সুন্নাত

মহিলারা রুকুতে সামান্য ঝুকবে অর্থাৎ শুধু এতটুকু পরিমান যেন হাত দুটি হাঁটু পরিমান পৌঁছায়। পিঠ সোজা করা চলবে না এবং হাঁটুর উপর জোর দেওয়া চলবে না,বরং শুধুমাত্র হাত রাখবে। হাতের আঙ্গুল সমূহ খোলা থাকবে এবং পদ যুগল ঝুঁকিয়ে রাখবে পুরুষের ন্যয় ভালভাবে সোজা করবে না।

সিজদার সুন্নাত সমূহ

২২.সিজদাতে যাওয়ার সময় এবং সিজদা থেকে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলা।
২৩.সিজদাতে কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলা।

২৪.সিজদাতে হাতের তালু জমিনের উপর রাখা।
২৫.হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে ক্বিবলার দিকে রাখা।
২৬.সিজদাতে যাবার সময় প্রথমে উভয় হাঁটু জমিনের উপর রাখা, তারপর হাত,তারপর নাক এবং তারপর কপাল রাখা। সিজদা হতে উঠার সময় এর বিপরীত করা অর্থাৎ প্রথমে ক পাল,তারপর নাক,তারপর হাত এবং তারপর হাঁটু জমিন থেকে উঠানো।
২৭.পুরুষদের জন্য সিজদায় সুন্নাত হল বাহু পা থেকে পৃথক রাখা, আর পেট উরু থেকে দূরে রাখা।
২৮.কব্জী সমূহ জমিনের উপর না বিছানো,কিন্তু যখন সারিবদ্ধ থাকবে তখন বাহু পাশ্ব হতে পৃথক হবে না।
২৯.সিজদার মধ্যে দুই পায়ের দশ আঙ্গুলের পেট জমিনের উপর জমিয়ে রাখা এবং দশ আঙ্গুলই কিবলার দিকে রাখা সুন্নাত।

মহিলাদের জন্য সুন্নাত

৩০.মহিলারা কুঞ্চিত হয়ে সিজদা করবে এইভাবে বাহু পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং পেট উরুর সাথে,উরু গোড়ালির সাথে এবং গোড়ালি জমিনের সাথে লেপটিয়ে সিজদা করবে।
৩১.মহিলারা সিজদার সময় উভয় পা ডানদিকে বের করে রাখবে।
কায়দা বা বসার সময় সুন্নাত
৩২.বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা,ডান পায়ের পাতা সোজাভাবে খাড়া রাখা।
৩৩.ডান পায়ের আঙ্গুল সমূহ ক্বিবলার দিকে রাখা।
৩৪.উভয় হাত রানের উপর হাঁটু বরাবর করে রাখা এবং কোলের প্রতি দৃষ্টিরাখা।
৩৫.হাতের আঙ্গুল সমূহ স্বাভাবিক রাখা।

৩৬.আত্তাহিয়াতু পড়ার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা এরূপ পদ্ধতিতে করা,বৃদ্ধাঙ্গুলি ও আশে পাশের আঙ্গুল বন্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহর 'লা' অক্ষরে শাহাদাত আঙ্গুল উপরে উঠাতে হবে আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় নামাতে হবে এবং সাথে সাথে অন্যান্য আঙ্গুল সোজা করতে হবে।

৩৭.শেষ বৈঠকেও অনুরূপ করা।

সালাম ফিরানোর সময় সুন্নাত

৩৮.আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরানো।

৩৯.প্রথমে ডানদিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো।

৪০.ইমামের জন্য উচ্চস্বরে সালাম ফিরানো এবং অন্যান্যদের. তুলনামূলক কম আওয়াজে সালাম ফিরানো।

সালাম ফিরানোর পর সুন্নাত

৪১.সালাম ফিরানোর পর ইমামের জন্য সুন্নাত হলো ডানদিকে কিংবা বামদিকে মুখ ফিরিয়ে বসা এবং উত্তম হলো ডানদিকে ঘুরে বসা। আর মুক্তাদির দিকেও মুখ করে বসতে পারে যদি শেষ লাইন পর্যন্ত তার সামনে কেও নামায় না পড়ে।[১]

১.গুনিয়া ৩৩০ পৃঃ

কতিপয় প্রয়োজনীয় সুরা

আল -ফাতিহা

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمنِ الرَّحِيۡمِ

الۡحَمۡدُ للّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِيۡنَ﴿١﴾ الرَّحۡمـنِ الرَّحِيۡمِ﴿٢﴾

مَالِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ﴿٣﴾ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وإِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ﴿٤﴾

اهدِنَـــا الصِّرَاطَ الۡمُستَقِيۡمَ﴿٥﴾صِرَاطَ الَّذِيۡنَ أَنعَمتَ

عَلَيۡهِمۡ(٦) غَيۡرِ الۡمَغضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّالِّيۡنَ﴿٧﴾

উচ্চারণঃ- বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বীল্ আ'লামীন। আর্‌রাহ্‌মানির রাহীমি। মা-লিকী ইয়াউ মিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন। ইহ্‌দিনাস্-সিরাত্বাল্ মুসতাক্বীমা,সিরাত্বাল্ লাযিনা আন্-আ'ম্‌তা আলাইহিম। গাই রিল মাগ্‌দুবি আলাইহিম্ ওয়ালাদ্-দ্বা-ল্লী-ন। (আমীন)

অর্থঃ-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য,যিনি মালিক সমস্ত জগদ্ব াসীর। পরম দয়ালু করুণাময়। প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো । তাদেরই পথে,যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপাতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়।

বিঃদ্রঃ-আরবী অক্ষরের উচ্চারণ বাংলা ভাষায় সঠিক ভাবে করা অসম্ভব। যে কারণে পাঠকদের নিকট আবেদন যে,তারা এই সকল সুরা গুলি মুখস্ত করার পর যেন কোন উপযুক্ত সুন্নী আলেমের নিকট শুদ্ধ করে নেয়।

সুরা ক্বদর

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمنِ الرَّحِيۡمِ

إِنَّا أَنزَلۡنَاهُ فِىۡ لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدۡرَاكَ مَا لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ ﴿٢﴾
لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ خَيۡرٌ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الۡمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيۡهَا
بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِىَ حَتَّى مَطۡلَعِ الۡفَجۡرِ ﴿٥﴾

উচ্চারণ:- বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

ইন্না আন্‌জালনাহু ফি লাইলীতিল ক্বাদরি ওমা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বাদরি-লাইলাতুল ক্বাদরি খায়রুম মিন আলফি শাহরি -তানাজ্জালুল মালাইকাতু ওয়ার রুহ-ফিহা বিইজনি রব্বিহিম মিন কুল্লে আমরিন সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলা ইল ফাজরি।

অর্থ:-নিশ্চয় আমি সেটা (অর্থাৎ কুরআন মজিদ কে এক বারেই লাওহ ই মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানের প্রতি) ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি।এবং আপনি কি জানেন ক্বদর রাত্রি কি। ক্বদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম ।এতে ফিরিশতাগণ ও জিব্রাইল (আলায়হি ওয়া সাল্লাম)অবতীণ হয়ে থাকে।

সুরা আস্‌র

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمنِ الرَّحِيۡمِ

وَالۡعَصۡرِ ﴿١﴾ إِنَّ الۡإِنسَانَ لَفِىۡ خُسۡرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِيۡنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوۡا
بِالۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ﴿٣﴾

বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

উচ্চারণ:-অল আসরি ইন্নাল্ ইনসানা লাফী খুসরি। ইল্লাল্‌লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস স্বালিহাতি অতাওয়া স্বাও বিল হাক্কি ওয়া তাওয়া স্বাওবিস স্বাবরি।

অর্থ:-ঐ মাহবুবের যুগের শপথ। নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে ও একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে এবং অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।

আল-ফীল

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمنِ الرَّحِيۡمِ

أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَابِ الۡفِيۡلِ ﴿١﴾ أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِىۡ تَضۡلِيۡلٍ ﴿٢﴾
وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡراً أَبَابِيۡلَ ﴿٣﴾ تَرۡمِيۡهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيۡلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ
مَّأۡكُولٍ ﴿٥﴾

উচ্চারণ:-আলামতারা কাইফা ফাআ'লা রাব্বুকা বি আসহাবিল ফীল।আলাম ইয়াজ-আল কাইদাহুম ফি তাদলীল । ওয়া আরসালা আলাইহিম তাইরান আবাবীল।তারমিহিম বিহিজা রাতিম্মিন সিজ্জিল ফাযা'আলাহুম কাআসফিম মা'কুল।

অর্থ:-হে মাহবুব ! আপনি কী দেখেননি ,আপনার প্রতিপালক ঐ হস্তি আরোহী বাহিনীর কী অবস্থা করেছেন. তাদের চক্রান্ত গুলোকে কী ধংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেননি।এবং তাদের উপর পাখির ঝাঁক সমূহ প্রেরন করেছেন,যে গুলো তাদেরকে কংকর পাথর দিয়ে মারছিলো।অতঃপর তাদের কে চর্বিত ক্ষেতের পল্লবের মতো করেছেন।

আল-ক্বুরাইশ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِىْ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

উচ্চারণ:-লি ইলাফি ক্বুরাইশন,ইলাফিহিম রিহ্‌লাতাশ্ শিতাই ওয়াস্ সাইফি। ফাল্‌ইয়া'বুদু রাব্বা হাযাল বাইত। আল্লাযী আত আমাহুম মিন্ যুঈ। ওয়া আমানাহুম্ মিন্ খওফ।

অর্থ:- এ জন্য যে,ক্বুরাইশকে আকর্ষন প্রদান করেছেন,তাদের শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল উভয়ের সফরের মধ্যে আকর্ষন প্রদান করেছেন। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন তারা এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে, যিনি তাদের কে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার দিয়েছেন এবং তাদেরকে এক বড় ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

আল-মাঊন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

-আরা আইতাল্লাযী ইউকাযযিবু বিদ্দীন ফাযালিকাল্ লাযি ইয়াদুউল ইয়াতীম। ওয়ালা ইয়া হুদ্দু আলা ত্বামিল মিসকীন। ফাওয়াই লুল্লিল্-মুসাল্লীন। আল্লাযিনাহুম আনসালাতিহিম সাহুনা। আল্লাযীনা হুম ইউরাউন। ওয়া ইয়ামনাউনাল মাঊন।

অর্থ:-আচ্ছা,দেখুন তো । যে ধর্ম কে অস্বীকার করে , সুতরাং সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি , যে এতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে আহার দেওয়ার প্রেরনা প্রদান করে না। সুতরাং ঐ নামাযীদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে. যারা আপন নামায থেকে ভুলে বসেছে.ঐ সব ব্যক্তি যারা লোক দেখানো (ইবাদত) করে,এবং প্রয়োজনীয় ছোট খাট সামগ্রী চাইলে দেয় না ।

আল-কাউসার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

উচ্চারণ:- বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

ইন্না আ'ত্বাইনা কাল-কাউসার। ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার। ইন্নাশা'নিয়াকা হুয়াল আবত্তর ।

অর্থ:- হে ,নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন নিশ্চয় যে আপনার শত্রু সেই সকল কল্যান থেকে বঞ্চিত।

আল-কাফিরুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

উচ্চারণ:- বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন। লা আ'বুদু মা তা'বুদুন। ওয়ালা আন্‌তুম আ'বিদুনা মা আ'বুদ। ওয়ালা আনা আবিদুম্ মাআবাত্তুম। ওয়ালা আন্‌তুম আ'বিদুনা মা আ'বুদ। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন।

অর্থ:- আপনি বলুন,হে কাফিরগণ আমি ইবাদত করিনা যার তোমরা ইবাদত কর। এবং না তোমরা ইবাদত কর যার ইবাদত আমি করি এবং না আমি ইবাদত করব যার ইবাদত তোমরা করেছে। এবং না তোমরা ইবাদত করবে যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমাদের দ্বীন আমার।

আন্-নাস্‌র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴿٣﴾

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

-ইযাজা আনাস্‌রুল্লাহি ওয়াল ফাতহ্। ওয়ারা আইতান্নাসা ইয়াদখুলুনা ফী দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা,ফাসাব্বিহ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ওয়াস্ তাগফিরহ। ইন্নাহু কানা তাউওয়াবা।

অর্থ:-যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে , এবং আপনি লোকদেরকে দেখবেন যে. আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে;অতঃপর আপনি প্রতিপালকের প্রশংসাকারী অবস্থায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর থেকে ক্ষমা চান। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তাওবা কবুল কারী।

সুরা লাহাব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

- -তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিওঁ ওয়াতাব্বা। মা আগ্‌না আন্‌হু মা লুহু ওয়ামা কাসাব। সাইয়াস্‌লা নারান্ যাতা লাহাবিওঁ ওয়াম্‌রা আতুহু,হাম্মা লাতাল হাতাবি। ফী- যিদিহা হাব্‌লুম্ মিম্‌মাসাদ।

অর্থ:-ধ্বংস হয়ে যাক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং সে ধ্বংস হয়েই গেছে । তার কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ এবং না যা সে উর্পাজন করেছে । এখন প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে -সে এবং তার স্ত্রী ,লাকড়ির বোঝা মাথায় বহন কারীনী,তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি।

আল-ইখলাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿٤﴾

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

-ক্বুল্‌হু-অল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ , ওয়ালাম্ ইয়া ক্বুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ।

অর্থ:- আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ , তিনি এক ,আল্লাহ পরমুখাপেক্ষী নন;না কাউকে তিনি জন্ম দিয়েছেন এবং না তিনি কারো থেকে জন্ম গ্রহন করেছেন; এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার।

আল-ফালাক্ব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

-ক্বুল্ আউযু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব। মিন্ শার্‌রি মা খালাক্ব। ওয়া মিন্ শার্‌রি গাসিক্বিন্ ইযা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাসাতি ফিল ওয়াক্বাদ। ওয়া মিন শার্‌রি হা-সিদিন্ ইযা হাসাদ্।

অর্থ:-আপনি বলুন , আমি তাঁরই আশ্রয় নিচ্ছি , যিনি প্রভাতের সৃষ্টি কর্তা তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে , যখন সেটা অস্তমিত হয়,এবং ঐসব নারীব অনিষ্ট থেকে ,যারা গ্রন্থি সমূহে ফুৎকার দেয়,এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে , যখন সে আমার প্রতি হিংসা পরায়ণ হয়।

আন্-নাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿٦﴾

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহিম

-ক্বুল্ আউযু বি রাব্বিন্নাসি। মালিকিন্নাসি। ইলাহিন্নাস। মিন্ শার্‌রিল ওয়াস্ ওয়াসিল খান্নাস। আল্লাযী ইউওয়াস্ বিসু ফী সুদু্রিন্নাসি মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ:-আপনি বলুন,আমি তাঁরই আশ্রয়ে এসেছি,যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক,সকল মানুষের বাদশাহ,সকল লোকের খোদা। তারই অনিষ্ট থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আত্ম গোপন করে,যে মানুষের অন্তর সমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে,জ্বীন ও মানুষ।

নামায আদায়ের পদ্ধতি

প্রথম ধাপ:-নামাযের সময় হলে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে সর্বশরীর পাক করে পাক কাপড় পরিধান করতে হবে। গোসল ফরয হলে গোসল করবে নতুবা ওজু করে পাক জায়গায় ক্বিবলার দিকে মুখ করে নম্রভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।উভয় পায়ের মধ্যভাগে যেন চার আঙ্গুল দুরুত্ব পরিমান ফাঁক থাকে । এখন উভয় হাতকে কান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের লতি দ্বয় স্পর্শ করতে হবে ।এক্ষেত্রে হাতের আঙ্গুল গুলি স্বাভাবিক রাখতে হবে এবং হাতের তালু ক্বিবলার দিকে রেখে দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবন্ধ রাখবে। অত:পর আল্লাহু আকবার বলতে বলতে হাত নিচে নামিয়ে এনে নাভীর নীচে উভয় হাতকে এভাবে বাঁধবে যেন ডান হাতের তালুরশেষ

– ভাগ বাম হাতের পিঠের উপর এবং ডান হাতের মাঝখানে তিনটি আঙ্গুল বাম হাতের কব্জীর পিঠের উপর আর বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল কব্জীর উভয় পার্শ্বে থাকে। অত:পর সানা পাঠ করতে হবে। সানা হল-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ

وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ:-সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।

অত:পর তাউযু পড়বে

اَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم

উচ্চারণ:-আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজিম।

অত:পর তাসমীয়া পড়বে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ:-বিসমিল্লাহির রাহমা নিররহিম

অনুবাদ:আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

অত:পর সুরা ফাতেহা বা আলহামদু সুরা পাঠ করবে এবং এই সুরা শেষে আস্তে আমীন বলবে। অত:পর পূণরায় বিসমিল্লাহ পড়ে কোন একটি সুরা অথবা ছোট তিন আয়াত কিংবা একটি বড় আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান তা পড়বে।

দ্বিতীয় ধাপ : রুকু

এবার আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে আর হাত দ্বারা হাঁটু দ্বয়কে এমনভাবে ধরতে হবে যেন হাতের তালুদ্বয় উপরে থাকে হাতের আঙ্গুলদ্বয ভালভাবে ছড়িয়ে থাকে।পিঠকে সোজা করে বিছাবে যেন জমিনের ন্যায় সমান্তরাল হয়। আর মাথা পিঠ বরাবর সোজা থাকবে,উঁচু বা নিচু হবে না। দৃষ্টি থাকবে পা দ্বয়ের উপর কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম(অর্থ :আমার মর্যাদাবান পরওয়ার দিগারের পবিত্রতা বলতে হবে। তারপর তাসমী অর্থাৎ সামি আল্লাহু লিমান হামিদা (অর্থ:আল্লাহ তাআলা শুনে নিয়েছেন,যে তাঁর প্রশংসা করেছে) বলে একবাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এভাবে দাঁড়ানোকে কুমা বলে। যদি একাকী নামায পড়ে তাহলে এরূপ বলতে হবে,আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ (অর্থ:হে আল্লাহ ! হে আমার মালিক ,সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য)এবং এরপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদাতে যাবে।

তৃতীয় ধাপ -সিজদা

সিজদার নিয়ম হলো প্রথমে দুই হাঁটু রাখবে তারপর দুই হাতের তালু মাটিতে রেখে ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে মাথাকে এরূপ ভাবে রাখতে হবে যেন প্রথমে নাক ও পরে কপাল মাটিতে স্পর্শ করে,আর এটার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে,যেন নাকের শুধু অগ্রভাগ নয় বরং নাকের হাড্ডি ও কপাল জমীনের উপর ভালভাবে লেগে থাকে। সিজদারত অবস্থায় দৃষ্টি নাকের উপর থাকবে,বাহুদ্বয়কে পাঁজর থেকে পেটকে উরু (রান)থেকে,উরু দুইপায়ের গোড়ালী থেকে পৃথক রাখতে হবে(হ্যাঁ,যদি কাতারে হয় তবে বাহুকে পাঁজরের সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে হবে)। উভয় পায়ের ১০ টি আঙ্গুলের মাথা এভাবে ক্বিবলার দিকে রাখতে হবে যেন ১০টি আঙ্গুলের পেট (অর্থাৎ আঙ্গুল সমুহের তলার উঁচু অংশ) জমীনের সাথে লেগে থাকে, হাতের তালুদ্বয় বিছানো অবস্থায় ও আঙ্গুলগুলি ক্বিবলার দিকে থাকে, কিন্তু কব্জীদ্বয় জমীনের সাথে লেগে থাকবে না। এবার কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানা রাব্বিয়াল আলা (অর্থ: অতি পবিত্র আমার উচ্চ মর্যাদাশীল প্রতিপালক) পড়তে হবে। অত:পর মাথাকে এভাবে উঠাবে যেন প্রথমে কপাল,অত:পর নাক,অত:পর হাত উঠে। এরপর ডান পা খাড়া করতে হবে এইভাবে যেন সব আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী হয়ে থাকে। আর বাম পা বিছিয়ে তার উপর সোজা হয়ে বসতে হবে এবং হাতের তালু দ্বয়কে বিছিয়ে রানের উপর হাঁটুর নিকটে এভাবে রাখবে যেন হাত দুটির আঙ্গুলগুলি ক্বীবলার দিকে আর আঙ্গুলগুলির মাথা হাঁটুদ্বয়ের বরাবর থাকে। উভয় সিজদার মাঝখানে বসাকে জালসা বলে। অত:পর সুবহানাল্লাহ বলার সম পরিমান সময় অপেক্ষা করে আল্লাহু আকবার বলে পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা করতে হবে। অত:পর হাত দুটিকে দুই হাঁটুর উপর রেখে পাঞ্জার উপর ভর করে

দাঁড়াতে হবে। উঠার সময় একান্ত প্রয়োজন না হলে জমীনে ঠেক লাগাবেনা।। এভাবে এক রাকায়াত পূর্ণ হল।

চতুর্থ ধাপ: দ্বিতীয় রাকায়াত আরাম্ভ

দ্বিতীয় রাকায়াতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম পড়ে সুরা ফাতিহা ও এরপর আরেকটি সুরা পাঠ করে পূর্বের ন্যায় রুকু ও সিজদা করবে। দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উঠানোর পর ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসে যেতে হবে। দুই রাকায়াতের দ্বিতীয় সিজদার পর বসাকে ঢ কাদাণ বলা হয়। এমতাবস্থায় তাশাহুদ পড়তে হয়।

তাশাহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ

وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُه اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه‘ وَ رَسُوْلُه‘

উচ্চারণ:-আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যেবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস স্বালেহীন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অনুবাদ :- সকল মৌখিক,শারিরীক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার উপর সালাম ও আল্লাহর রহমত ও বরকত হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আরও সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই,আরও সাক্ষী দিচ্ছি যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল।

যখন তাশাহুদের 'লাণপর্যন্ত পৌঁছাবে তখন ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে বৃত্ত তৈরী করবে আর কনিষ্ঠ ও তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলকে তালুর সাথে মিলিয়ে ফেলবে এবং 'লাণ বলতেই শাহাদাত আঙ্গুল উপরের দিকে উঠাবে,তবে এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করবে না। আর 'ইল্লাণ শব্দটি বলতে বলতে নামিয়ে ফেলবে এবং সাথে সাথে সমস্ত আঙ্গুল পূণরায় সোজা করবে। যদি দুই রাকায়াতের চেয়ে অধিক রাকায়াত পড়তে হয়, তাহলে আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। যদি তিন বা চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায হয় তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতে ক্বিয়ামে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ার পর শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ সুরা পাঠ করবে,এরপর অন্য সুরা মিলানোর প্রয়োজন নাই। বাকী অন্যান্য কার্যাবলী বর্ণিত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করবে। আর যদি চার রাকায়াত বিশিষ্ট সুন্নাত ও নফল হয় তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতেও সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা মিলাবে। যদি ইমামের পিছনে নামাজ পড়া হয় ,তবে কোন রাকায়াতে ক্বিরাত পড়তে হবে না । এভাবে চার রাকায়াত পূর্ণ করে কাদায়ে আখিরা বা শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদে ইবরাহীম পড়তে হবে।

দরুদে ইবরাহীম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা সাইয়েদিনা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

অনুবাদ:-হে আল্লাহ ! দরুদ প্রেরণ করো আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর বংশধরের উপর, যেরূপ ভাবে তুমি দরুদ প্রেরণ করেছো হযরত সাইয়্যেদিনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর এবং তাঁর বংশধরের. উপর,নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসিত ও সর্বাধিক সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত অবতীর্ণ করো আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর বংশধরের উপর,যেরূপ ভাবে তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছো হযরত সাইয়্যেদিনা

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর এবংতাঁর বংশধরের উপর,নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসিত ও সর্বাধিক সম্মানিত। অত:পর যে কোন দুআয়ে মাসুরা পড়তে হবে।

দোয়া মাসুরা

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَنْ تَوَالِدَ وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ
الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী ওয়ালে ওয়ালাদাইয়া ওয়ালে মান তাওয়ালাদা,ওয়ালে জামিইল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতে,ওয়াল মুসলেমিনা ওয়াল মুসলিমাতে,ওয়াল আহইয়ায়ে মিনহুম ওয়াল আমওয়াতে বে রাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন।

অর্থ:-হে আল্লাহ! ক্ষমা করো আমাকে , আমার পিতা মাতাকে এবংতাদের দ্বারা যারা জন্ম গ্রহন করেছে ,সমস্ত মুমিন নর ও নারী,মুসলমান নর ও নারী এবং তাদের মধ্যে যারা জীবিত এবং মৃত। নিশ্চয় তুমি দোআ কবুলকারী। তোমারই দয়ায়,হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

অথবা এই দুয়া পড়লেও চলবে

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থ:-হে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যান দান কর এবং দোজখের শাস্তি হতে হেফাজত কর। অত:পর নামায শেষ করার জন্য প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁধের উপর দৃষ্টি রেখে আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলতে হবে এবং অনূরূপভাবে বামদিকে মুখ ফিরিয়ে আস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলতে হবে। এইভাবে নামায পরিপূর্ণ হল।

মহিলাদের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য

পুরুষ ও মহিলাদের নামায প্রায় একই,তবে পদ্ধতিগতভাবে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য গুলি হল:-

১.তাকবীর তাহরীমা বা প্রথম তাকবীরের সময় পুরুষরা চাদর ইত্যাদি হতে হাত বের করে কান পর্যন্ত উঠাবে; পক্ষান্তরে মহিলাগণ চাদর ইত্যাদি হতে হাত বের করবেনা । কাপড়ের ভিতরে রেখেই শুধুমাত্র কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে,যেন আঙ্গুলসমূহ কাঁধ বরাবর উঠে। ২.পুরুষেরা তাকবীর তাহরীমা বলে উভয় হাত নাভীর নিচে বাঁধবে,মহিলারা উভয় হাত সিনার উপরে বাঁধবে।

৩.পুরুষদের ন্যায় মহিলারা ডান হাতকে গোলাকৃত বানিয়ে বাম হাতকে শক্ত করে ধরবে না;বরং ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপরে

স্বাভাবিক ভাবে রেখে দেবে।

৪.মহিলারা পুরুষদের ন্যায় মাথা ওকোমর সমান রেখে অবনত হবে না; বরং শুধুমাত্র হাত দিয়ে হাঁটু ধরা যায় এতটা পরিমান ঝুকবে।

৫.মহিলারা রুকুর সময় পুরুষদের ন্যায় হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে ধরবে না;বরং মিলিত রেখে হাত হাঁটুর উপরে রাখবে।

৬.মহিলারা রুকুর সময় কনুই পাঁজরের সঙ্গে মিলিত রাখবে;পুরুষদের ন্যায় কনুই ও পাঁজরের মধ্যে ফাঁকা রাখবে না।

৭.মহিলারা সিজদার সময় উভয় হাত যমীনে বিছিয়ে পেট রানের সঙ্গে এবং বাহু বগলের সঙ্গে মিলিত রাখবে।

৮.মহিলারা পুরুষদের ন্যায় সিজদার সময় পায়ের পাতা খাড়া রাখবে না; বরং উভয় পায়ের পাতা ডানদিকে বের করে দিয়ে মাটিতে বিছিয়ে রাখবে।

৯.মহিলারা একেবারে জড়োসড়ো ও সংকুচিত হয়ে সিজদা করবে।

১০.মহিলারা সিজদা থেকে উঠে পুরুষদের ন্যায় পায়ের পাতার উপর বসবে না;বরং বাম নিতম্বের উপর ভর করে বসবে।

১১.মহিলারা ডান পায়ের গোছা বাম পায়ের উপর রাখবে।

১২.মহিলারা ডান পায়ের উরু বাম পায়ের উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে।

১৩.বসা অবস্থায় হাতের আঙ্গুল মিলিত রাখবে।

১৪.মহিলারা সর্বদা আস্তে ক্বেরাত পাঠ করবে।

১৫.মহিলাদের জন্য ফজরের নামায প্রথম ওয়াক্তে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব।

মাসআলা:মহিলাদের জন্য ঈদ ও জুমার নামায ওয়াজিব নয়।

মাসআলা:পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মহিলাদের মাসজিদে যাওয়াও নিষিদ্ধ।[১]

১.দুররে মুখতার ১/৩৮০পৃ:,জান্নাতী জেওর ১৮৯পৃ:,বাহারে শরীয়ত ৩/১৩১পৃ:

বিভিন্ন নামাযের নিয়াত সমূহ

ফযরের নামাযের নিয়াত

ফযরের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الفَجْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ ফাজ্রি সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি ফজরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার

ফযরের দুই রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الفَجْرِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ ফাজ্রি ফারদ্বিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাণবাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি ফজরের দুই রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের নামাযের নিয়াত

যোহরের চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিজ্ জোহ্রে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের চার রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিজ্ জোহ্রে ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ জোহ্রে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি যোহরের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

যোহরের দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

আসরের নামাযের নিয়াত

আসরের চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العَصْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল আস্‌রি সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি আসরের চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العَصْرِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল আস্‌রি ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি আসরের চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের নামাযের নিয়াত

মাগরিবের তিন রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ المَغْرِبِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা সালাসা রাকাআতি সালাতিল মাগরিবে ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:-আমি নিয়াত করছি তিন রাকায়াত মাগরিবের ফরয নামাযের ক্বিবলার দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ المَغْرِبِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাহ সালাতিল মাগরিবে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি মাগরিবের দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে ,আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলারাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার

এশার নামাযের নিয়াত

এশার চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العِشَاءِ سُنَّةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল ইশায়ী সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার চার রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

এশার চার রাকায়াত ফরয

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العِشَاء فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবায়া রাকাআতি সালাতিল ইশায়ী ফারদ্বাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার চার রাকায়াত ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

এশার দুই রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَن اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ العِشَاء سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল ইশায়ী সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি এশার দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

এশার দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَة

اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

বেতর নামাযের নিয়াত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الوِتْرِ وَاجِبًا لِلّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলাসালাসা রাকাআতি সালাতিল বিত্রি ওয়াজিবান্ লিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:-আমি নিয়াত করছি তিন রাকায়াত বিত্র ওয়াজিব নামাযের ক্বীবলামুখী হয়ে,আল্লাহু আকবার।

জুমার নামাযের নিয়াত

দুই রাকায়াত তাহিইয়াতুল ওযু

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِّيَةِ الْوَضُوْءِ سُنَّةَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَة اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ তাহিইয়াতুল ওজু সুন্নাত্ত রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত তাহিয়াতুল ওজুর সুন্নাত নামাযের ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

দুই রাকায়াত দুখুলুল মাসজিদ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ دُخُوْلِ الْمَسْجِدُ سُنَّةَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَة اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ দুখলিল মাসজিদে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত দুখুলুল মাসজিদ সুন্নাত নামাযের ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

জুমার পূর্বে চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمْعَةِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُتَوَجِّهًااِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবাআ রাকাআতি সালাতি কাবলাল জুমআ সুন্নাত রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:-আমি নিয়াত করছি চার রাকায়াত কাবলাল জুমআর সুন্নাত নামাযের ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

জুমাব দুই রাকায়াত ফরয নামায

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ اَلْجُمْعَةِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ জুমআতে ফরযাল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত জুমআর ফরয নামাযের ক্বিবলা মুখী হয়ে,আল্লাহু আকবার।
বি:দ্র:-মুক্তাদী ইমামের পিছনে 'একতেদাইতু বি হাযাল ইমাম' বলবে।

জুমার পর চার রাকায়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُتَوَجِّهًااِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা আরবাআ রাকাণআতি সালাতি বাদাল জুমআ সুন্নাত রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:-আমি নিয়াত করছি চার রাকায়াত বাদাল জুমআর সুন্নাত নামাযের ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

জুমার পর দুই রাকায়াত সুন্নাত নামায

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ سُنَّةِ الْوَقْتِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَة اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতি সুন্নাতিল ওয়াক্ত সুন্নাত রাসুলিল্লাহি তা'আলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।
অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত সুন্নাত নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

জুমার পর দুই রাকায়াত নফল

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالىٰ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

উচ্চারণ:- নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকা'আতাই সালাতিল্ নাফ্লি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদ:- আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত নফল নামাযের উদ্দেশ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে , আল্লাহু আকবার।

কাযা নামাযের বর্ণনা

বিনা কারণে (শরয়ী) নামায কাযা করা বড় মারাত্মক গুনাহ । নামায কাযা হলে আন্তরিকভাবে তওবা করত: আদায় করা ফরয।

কাযা নামাযের নিয়াত

যে নামাযের কাযা আদায় করা হবে সেইনামাযের কথা উল্ল্যেখ করে নিয়াত করতে হবে। যেমন আমি নিয়াত করছি ফজর /জোহর/আসর/ মাগরীব/এশা-র ফরয নামাযের যা কাযা হয়েছে।

মাসআলা:-কসরের নামাযের কাযা মুকিম অবস্থায় পড়লে কসরই পড়তে হবে,আর মুকিম অবস্থার নামায সফরে পূরো পড়তে হবে।

কাযা নামায পড়ার সহজ নিয়ম

পূর্বে যাদের অনেক ওয়াক্তের নামায কাযা রয়েছে,তাদের ক্ষেত্রে ঐ সকল নামায পড়ার কিছু সহজ উপায় হল:-

১.প্রতি রুকু ও সিজদাতে তাসবীহ তিনবারের পরিবর্তে একবার সঠিক ভাবে পড়লেও চলবে। অর্থাৎ রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিইল আযীম' একবার এবং সিজদাতে একবার 'সুবহানা রাব্বিইল আলা' সঠিকভাবে পড়তে হবে।

২.চার রাকায়াত ফরয নামাযের শেষ দুই রাকায়াতে 'আলহামদু বা সুরা ফাতিহার পরিবর্তে শুধুমাত্র 'সুবহানাল্লাহ' তিনবার পড়তে হবে।

৩. শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু বা তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ ওদোয়া মাসুরার পরিবর্তে শুধুমাত্র 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা ওয়া আলিহী' পড়ে সালাম ফিরাবে।

৪. বিতর নামাযের তৃতীয় রাকায়াতে দুআ কুনুতের পরিবর্তে কমপক্ষে একবার 'ইয়া রাব্বিগ ফিরলি' বলবে।[১]

কাযা নামায পড়ার সময়

কাজা নামায পড়ার কোন সময় নাই। যখন স্মরণ হবে দ্রুত পড়ে নিতে হবে। কিন্তু নিষিদ্ধ সময়ে পড়বে না। যেমন-সূর্যোদয়,সূর্যস্থির এবং সূর্যাস্তের সময়

উমরী কাযা

পুরো জীবনের না পড়া নামাযগুলি আদায় করে দেয়াকে কাযায়ে উমরী বা উমরী কাযা বলা হয়।

মুসাফিরের নামায

মুসাফিরের জন্য নামায কসর করা ওয়াজিব । শুধুমাত্র চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায দুরাকায়াত পড়বে অর্থাৎ জোহর,আসর ও এশার চার রাকায়াত ফরযের পরিবর্তে শুধুমাত্র দুই রাকায়াত পড়বে। মাগরীব ও ফজরের কসর নেই বরং পুরো পড়তে হবে।

১. ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ৩য় খন্ড ৬২১-৬২২পৃ:

মুসাফির হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন কত দুরুত্ব হওয়া প্রয়োজন:

কোন ব্যক্তি নিজ গন্তব্যস্থল হতে আনুমানিক সাড়ে সাতান্ন মাইল দুরুত্ব অতিক্রমের উদ্দেশ্যে বের হলে,সে মুসাফির বলে বিবেচিত হবে। সাড়ে সাতান্ন মাইল হল ৯২.৫০ কিলোমিটার সমতূল্য। (১মাইল গু১.৬০৯৩৪কি.মি. প্রায়)

বিবিধ সুন্নাত ও নফল নামায সমূহ

তাহাজ্জুদের নামায

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর তাহাজ্জুদই সর্বোওম নামায। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদাই এই নামায পড়তেন। এই নামাযের ফজীলত প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে বিবৃত হয়েছে। হযরত আবুহুরায়রা রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, রাতের অর্ধ্ব প্রহরে যে নামায আদায় করা হয়, সে নামায ফরয নামায ব্যতীত বাকী সকল নামাযের মধ্যে উওম।

নামাযের ধরণ ও রাকায়াত ঃ- তাহাজ্জুদ হল সুন্নাত নামায। তাহাজ্জুদ নামায কম পক্ষে দুই রাকায়াত। অত্যধিক বার রাকাত । কিন্তু আট রাকায়াত সংখ্যাটি হাদিসে বেশী পাওয়া যায়।

তাহাজ্জুদের নিয়াত

আরবী নিয়াত

নাইয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতিত তাহাজ্জুদি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত

আমি দুই রাকায়াত তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ত করছি । আল্লাহ তায়ালার জন্য ,সুন্নাত রাসুলুল্লাহর ,মুখ আমার কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত তাসবীহ আদায়ের নিয়ম:- 'তিরমীযি শরীফে হযরত আব্দুল্লা বিন মুবারক হতে সালাতুত তাসবীহ পড়ার নিয়ম এ রূপ ভাবে বর্ণিত হয়েছে,চার রাকায়াত সালাতুত তাসবীহর নিয়াত বাঁধার পর সানা পড়ার পর ১৫ বার.'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু

আকবার পাঠ করতে হবে। অত:পর আউজু বিল্লাহ ,সুরা ফাতিহা ও কোন একটি সুরা পড়ার পর ১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। রুকুতে গিয়ে তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে। রুকু থেকে উঠে সামী আল্লাহু লিমান হামিদা ওয়া রাব্বানা লাকাল হামদ বলে সোজাভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় উক্ত তাসবীহটি ১০ বার পাঠ করবে। এরপর সিজদায় গিয়ে তিনবার সুবহানা রাব্বিইল আলা বলে তাসবীহটি ১০ বার পড়তে হবে , দুই সিজদার মাঝখানে বসে১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে,দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে তাসবীহ পড়ে উক্ত তাসবীহ ১০বার পড়বে। ২য় ,৩য়,৪র্থ রাকাতে দাঁড়িয়ে এভাবে প্রথমে পনের বার কলেমায়ে তামজীদ পড়তে হবে। অত:পর বর্ণিত নিয়মে সে কলেমা দশবার পড়বে এভাবে চার রাকাতে পঁচাত্তর বার পড়লে মোট তিনশত বার হয়ে যায়।

সলাতুত তাসবীহর নিয়াত

উচ্চারণঃ-নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা আলা আরবাআ রাকয়াতি

সলাতিত তাসবীহি সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়াত

আমি চার রাকায়াত সলাতুত তাসবিহ নামাযের নিয়ত করছি । আল্লাহ তায়ালার জন্য ,সুন্নাত রাসুলুল্লাহর ,মুখ আমার কাবা শরীফের দিকে আল্লাহু আকবার।

ইশরাকের নামায

সূর্যোদয়ের পর এক বা দুই বাঁশ পর্যন্ত সূর্য উচুঁ হলে যে নামায পড়া হয় তাকে 'ইশরাকের নামায ' বলে। সূর্যোদয়ের আনুমানিক বিশ মিনিট পর পড়া চলে। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস রাদীয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জামাত সহকারে ফযরের নামায পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে রত থাকে অতঃপর দু রাকাত নামায পড়ে সে পূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সাওয়াব লাভ করবে ।

ইশরাকের নিয়াত

(উচ্চারণ):- নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সালাতিল ইশরাকে সুন্নাতা রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়াত:-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত ইশরাক নামাযের আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত, কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

আওয়াবীন নামায

সালাতুল আওয়াবীন মাগরীবের নামাযের পর পড়তে হয়। কমপক্ষে ছয় রাকায়াত,অত্যাধিক ২০ রাকায়াত। এই নামায এক সালাম সহকারে অথবা দুই সালাম সহকারে অথবা তিন সালাম সহকারে পড়া যায়। প্রত্যেক দুই রাকায়াত পর সালাম ফিরানো উওম।

আওয়াবীন নামাযের নিয়াত

উচ্চারণ:-নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সালাতিল আওয়াবিন মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত:-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত আওয়াবীন নামাযের আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

আশুরার নামায

আশুরার নামাযের নিয়াত

উচ্চারণঃ- নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া ল্লিল্লাহি তায়ালা রাকায়াতাই সলাতিল আশুরা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল বা কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াতঃ-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত আশুরার নামাযের কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

আশুরার রাত্রীর নামায পদ্ধতি ঃ-এই রাত্রীর নামায আদায়**পদ্ধতি**র বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে একটি হল-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর তিনবার ক্বরে সুরা এখলাস পাঠ করা।

: চাশতের নামায:

সুর্য ভালোভাবে উদয় হওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাকে 'চাশত'বা 'দুহার'নামায বলে। এই নামাযের সময় সূর্য খুব ভালভাবে আলোকিত হওয়ার পর হতে শুরু হয়ে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত থাকে

চাশতের রাকায়াত সংখ্যাঃ- চাশতের নামায কমপক্ষে দু রাকায়াত ও সর্বাধিক হল ১২ রাকায়াত। মক্কা বিজয়ের দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের নামায ৮ রাকায়াত পড়েছিলেন।

শাবে মেরাজের নামায

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি ক্বেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত লাইলাতুল মিরাজের নামায আদায় করার নিয়াত করলাম,আল্লাহু আকবার।

নামায আদায়ের পদ্ধতিঃ--এই রাত্রীর নামায আদায় পদ্ধতির বিভিন্ন **নিয়মের মধ্যে একটি হল**- ৬ রাকায়াত নামাযঃ- (দুই রাকায়াত করে) প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ৭ বার সুরা এখলাস। ৬ রাকায়াত পড়ার পর ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে দুআ করতে হবে। এর ফলে সকল প্রকার দ্বিনী ও দুনিয়াবী জরুরাত পূরণ হবে এবং ৮০ হাজার গুনাহ মাফ হবে।

শাবে বরাতের নফল ইবাদত

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি ক্বেবলা মুখী হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত লাইলাতুল বরাতের নামায আদায় করার নিয়াত করলাম,আল্লাহু আকবার

নামায আদায়ের পদ্ধতিঃ-এই রাত্রীর নামায আদায় পদ্ধতির বিভিন্ন

এই নামায সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন ফকীরের লিখিত পুস্তক সুন্নী তোহ্ফা বা নামাযে মুস্তাফা।

নিয়মের মধ্যে একটি হল-৮ রাকায়াত নামায(দুই রাকায়াত করে)- প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর ১৫ বার সুরা এখলাস পড়তে হবে।

তারাবীহ্র নামায

তারাবীহের নামায বিশ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা,যেটা রমযান শরীফে ইশার ফরজ নামাযের পর প্রতিরাতে পড়া হয়। তারাবীহর নামায বিশ রাকায়াত দশ সালামে আদায় করতে হয়, এবং প্রতি চার রাকায়াত পর ততক্ষণ পর্যন্ত বসা মুস্তাহাব যতক্ষণ চার রাকায়াত পড়তে সময় লাগে। আরামের জন্য এরূপ বসাকে তারবীহা বলে।

তারবীহর নামাযের নিয়াত

উচ্চারণ:-নাওয়াইতুআন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিত্ তারাবীহ সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তাআলা মুতাওজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিয়াত:-আমি নিয়াত করছি দুই রাকায়াত তারাবীহ নামাযের যা রাসুলুল্লাহর সুন্নাত,কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার।

চার রাকায়াত পড়ার পর নিম্নের তাসবীহ পাঠ করতে হয়-

سُبْحَانَ ذِىْ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِىْ الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ

وَالْهَيْبَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَىِّ

الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَ لَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ

وَ الرُّوْحِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ

বাংলা উচ্চারণ:-সুবহানা জিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানা জিল ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারূত সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাজী লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামুতু সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু।

তারাবিহর নামাযের দুআ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِكَ الْجَنَّةَ وَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা ইন্না নাস আলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউজুবিকা মিনান্নার ইয়া খালিকাল জান্নাতি ওয়ান্নার বিরহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারিমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিক্বু ইয়া বাররু আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

হাদিস:--হযরত আব্দুল্লা বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন 'নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকায়াত পড়তেন বিতির ব্যতীত। (১.মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ২/৩৯৪ পৃ:,আসারাস সুনান ২/৫৬, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৭২ পৃ:,সুনানে বায়হাক্বী ২/৪৯৬ পৃ:)

শাবে ক্বদরের নামায

শাবে ক্বদর খুবই বরকতমন্ডিত রজনী। এটা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়ে থাকে । এই রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই রাত সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে ,হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা ইরশাদ করেন যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ,শাবে ক্বদরকে রমযানের শেষ দশকে তালাশ কর।

শাবে ক্বদরের নিয়াত

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাআতাই সালাতি লাইলাতিল ক্বাদরি মুতাওয়া জ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়াত ঃ- আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকায়াত লাইলাতুল ক্বদরের নামায আদায় করার নিয়াত করলাম,ক্বেবলা মুখী হয়ে আল্লাহু আকবার

নামায আদায়ের পদ্ধতিঃ--এই রাত্রীর নামায আদায় পদ্ধতির বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে একটি হল-

১.যে ব্যক্তি দুরাকায়াত নামায পড়বে , সুরা ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকায়াতে একবার সুরা ক্বদর , তিনবার সুরা ইখলাস পড়বে,সে ব্যক্তি শবে ক্বদরের সাওয়াব অর্জন করবে। সে ব্যক্তিকে হযরত শুইয়াব আলাইহিস সালাম,হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং হযরত নুহ আলাইহিস সালাম -এর ন্যায় সাওয়াব দেওয়া হবে। তাকে পূর্ব-পশ্চিম সমান দূরত্বের একটি জান্নাতী শহর দেওয়া হবে।[১]

১.ফাযায়েলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর ৪৪১-৪৪২পৃ:

বি:দ্র:-এই নামায সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন ফকীরের লিখিত পুস্তক সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা।

সালাতুল হাজাত

শরীয়ত অনুমোদিত চাহিদা ও প্রয়োজন বাস্ত বায়ন হওয়ার জন্য দই কিংবা চার রাকায়াত নফল নামায পড়ে আবেদন পেশ করাকে সালাতুল হাজাত বলা হয়। আবু দাউদ শরীফে হযরত হুজায়ফা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যখন কোন সমস্যা আসত, তখন তিনি দুই বা চার রাকায়াত এই নামায পড়তেন।

নামায আদায়ের নিয়ম :- খুব ভালভাবে ওজু করতে হবে,গোসল করলে অধিক উত্তম হবে। অত:পর নির্জন অবস্থায় সালাতুল হাজাতএরূপ নিয়মে আদায় করতে হবে,প্রথম রাকায়াতে সূরা ফতিহার পর তিনবার আয়া তুল কুরসী এবং পরবর্তী তিন রাকায়াতে সুরা ইখলাস , সুরা ফালাক এবং সুরা নাস একবার করে পড়তে হবে। অত:পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ শরীফ প্রেরণ করবে। অত:পর এ দুআ পাঠ করতে হবে:

لَا اِلٰهَ اَلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّى الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ

مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ سَلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَه، وَ لَا هَمًّا

اِلَّافَرَّجْتَه، وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ:-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম। সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম। আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন। আসআলুকা মু-জিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযাইমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গনীমাতা মিন কুল্লি বিররিন,ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন, লা তাদা লী জামবান , ইল্লা গাফারতাহু,ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু,ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রিজান ইল্লা কাজায় তাহা, ইয়া আর হামার রাহিমীন।

সালাতুল ইস্তিখারা

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে দুই রাকাআত নফল নামায পড়ে ইস্তিখারার দুআ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়ে যাবে । এইনামায যে কোনো সময় পড়া যায়। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে এ নামায শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কে এমনভাবে ইস্তিখারা শেখাতেন যেভাবে কুরআনের অন্যকোন সুরা শেখাতেন।

তাওবার নামায

যখন কোন বান্দা গুনাহ করে এবং অত:পর উক্ত গুনাহর উপর লজ্জিত হয়ে ওজু করে দুই রাকায়াত নফল নামায পড়ে সেই নামাযকে তাওবার নামায বলে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে,হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেন ,আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্যইবলেছেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন,যদি কোন মানুষ কোন অপরাধ করে ফেলে,তাহলে তার উচিত হবে যে, ওজু করে নামায পড়ে নেওয়া এবং আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। তখন তাকে ক্ষমা করা হয়।

তারপর এই আয়াত পাঠ করেন-আর সে যখন কোন বেহায়াপনা কিংবা নিজের উপর জুলুম করে বসে,অত:পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের অপরাধের মার্জনা প্রার্থনা করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।ঋণ

ঋণ পরিশোধের নামায

ঋণ পরিশোধ করার নিয়েতে যে নফল নামায পড়া হয় তাকে সালাত লি আদায়িল করজ বলে। ঋণ পরিশোধ করার নিয়েতে দুই রাকায়াত নামায আদায় করতে হয়। প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর তিনবার আলাম নাশরাহ , চার বার সুরা নসর এবং সাত বার সুরা ইখলাস পড়বে।

হাজাত পূরন ও সকল প্রকার চাহিদা হাসিল হওয়ার নামায:-

নামাযে গওসীয়া:-এই নামাযের নিয়ম হল সুরা ফাতিহার পর এগারো বার সুরা এখলাস এবং সালাম ফেরানোর পর দরুদ শরীফ ও সালাম পড়ে বাগদাদ শরীফের দিকে এগারো ক দম চলে সাথে সাথে গওসুল আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্মরণ করে নিজের সমস্যার কথা যিকির করতে হবে,ইনশাআল্লাহু তায়ালা আল্লাহর ফযল ও করমে তার নিয়াত সফল হবে। .(ফাতওয়া রেজবীয়া রিসালা আনহারুল আনওয়ার)

মৃত ব্যক্তির ক্বাজা নামাযের ফিদিয়া

কোন মুসলমানের যদি কোন নামায ক্বাজা থেকে যায় আর এঅবস্থায় মারা যায় , আর যদি ঐ সকল নামাযের ফিদিয়া আদায় করার ওসীয়ত করে যায় এবং সম্পদও রেখে যায়,তাহলে তার পরিত্যক্ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদ

থেকে প্রত্যেক ফরয ও বিতরের বদলে অর্ধ সা (দুই কেজি পঞ্চাশ গ্রাম)গম বা এক সা যব সদকা করবে । আর যদি সম্পদ রেখে না যায় কিন্তু ওয়ারিশ ফিদিয়া দিতে চায় , তাহলে কিছু জিনিষ নিজের থেকে বা কর্জ নিয়ে মিসকীনকে সাদকা করবে। মিসকিন সেটা গ্রহণ করে নিজের পক্ষ থেকে ওয়ারিশকে দান করবে । ওয়ারিশ গ্রহন করে পূনরায় মিসকিন কে সাদকা করবে । এ ভাবে হাত বদল করতে থাকবে । শেষ পর্যন্ত যেন সব ফিদিয়া আদায় হবে যায়। যদি অপর্যাপ্ত সম্পদ রেখে যায়,তখনও এ রকম করবে। যদি মৃত্যুবরণ কারী ফিদিয়া দেয়ার ওসীয়ত করে নাযায় এবং ওয়ারিশ নিজের পক্ষ থেকে করুণা হিসেবে ফিদিয়া দিতে চায় , তাহলে দিতে পারবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহ সমুহ

ফজরের নামাজের পর ‘‘ইয়া আজীজু ,ইয়া আল্লাহ’’। জোহরের নামাজের পর ‘‘ইয়া কারীমু ,ইয়া আল্লাহ্’’। আসরের নামাজের পর ‘‘ইয়া জাব্বারু ,ইয়া আল্লাহ্’’। মাগরীবের নামাজের পর ‘‘ইয়া সাত্তারু ,ইয়া আল্লাহু’’। এশার নামাজের পর ‘‘ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া আল্লাহু’’।

ব:দ্র:-এই তাসবীহ গুলি ১০০ বার করে এবং আগে ও পরে তিন বার করে দরুদ শরীফ পড়তে হবে।

পাঠ করুন
সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বীদায়ে আহলে সুন্নাত

রোযার বিবরণ

শরীয়তের পরিভাষায় মুসলমানের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা । রোযা হল ফরযে আইন। এর ফরয হওয়ার অস্বীকার কারী কাফির। বিনা কারণে রোযা পরিত্যাগ কারী কঠিন গোনাহাগার এবং জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত।

রোযা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত সমূহ

১.মুসলমান হওয়া,২. বালেগ হওয়া ,৩. বিবেক সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ পাগল না হওয়া,৪.রোগী না হওয়া ,৫. মুকিম হওয়া অর্থাৎ মুসাফির না হওয়া , ৬. মহিলারা হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

রোযার নিয়াত

নিয়াত হল অন্তরের সংকল্পের নাম। মুখে উচ্চারণ করাটা মুস্তাহাব। যদি রাত্রে নিয়াত করা হয় তাহলে এরূপ বলতে হবে-

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكَ فَرْضًا لَكَ

يَا اللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আসুমা গাদাম্ মিন শাহরে রামাদানাল মুবারাকা ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস্ সামিউল আলিম।

অর্থ:-হে ,আল্লাহ আমি আগামীকাল রমযানের ফরয রোযার নিয়াত করছি। তুমি তা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

মাসআলা:-কেও যদি সুবহ সাদিকের পূর্বে নিয়াত করতে ভুলে যায়, তাহলে দিনের বেলায় এরূপ নিয়াত করবে

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هَذَا الْيَوْمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

উচ্চারণ:-নাওয়াইতু আন আসুমা হাযাল ইয়াম লিল্লাহি তায়ালা মিন ফারদি রমদ্বানা।

অর্থ:- আমি আল্লাহ তাআলার জন্য আজ রমযানের ফরয রোযা রাখার নিয়াত করলাম।

ইফতারের দুয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা ইন্নি লাকা সুমতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াকালতু আলা রিজকিকা আফতারতু ।

অর্থ:-হে আল্লাহ তায়ালা !নিশ্চয় আমি রোযা রেখেছি ,আমি তোমারই উপর ঈমান এনেছি ,তোমারই উপর ভরসা করছি এবং তোমারই রিযক দ্বারা ইফতার করেছি।

যে যে কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়

১.পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ থাকে।

২.হুক্কা,সিগারেট,চুরুট ইত্যাদি পান করলেও রোযা ভেঙ্গে যায়,যদিও নিজের ধারণায় কণ্ঠনালী পর্যন্ত ধোঁয়া পৌঁছায়নি।

৩.পান কিংবা নিছক তামাক খেলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। যদিও আপনি

সেটার পিক বারংবার ফেলে দিয়ে থাকেন। কারণ, কন্ঠনালীতে সেগুলির হালকা অংশ অবশ্যই পৌঁছে থাকে।

৪. চিনি ইত্যাদি,এমন জিনিষ,যা মুখে রাখলে গলে যায়,মুখে রাখলো আর থুথু গিলে ফেললো এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে গেল।

৫. দাঁতের ফাকের মধ্যভাগে কোন জিনিষ ছোলা বুটের সমান কিংবা তদপেক্ষা বেশি ছিল তা খেয়ে ফেললো,কিংবা কম ছিলো কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললো । এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে।

দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে তা কন্ঠনালীর নিচে নেমে গেলো.আর থুতু অপেক্ষাবেশি কিংবা সমান অথবা কম ছিলো,কিন্তু সেটার স্বাদ কন্ঠে অনুভূত হলো এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং যদি কম ছিলো আর স্বাদও কন্ঠে অনুভূত হয়নি ,তাহলে এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গবে না।

৭.রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ঢুস (কোন ঔষধের ফিতা কিংবা সিরিঞ্জ পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে,আর সেখানে স্থায়ী হলে) নিলে কিংবা নাকের ছিদ্র দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

৮.কুল্লী করছিলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি কন্ঠনালী বেয়ে নিচে নেমে গেলো কিংবা নাকে পানি দিলো;কিন্তু তা মগজে পৌঁছে গেলো তা হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে । কিন্তু যদি রোযাদার হবার কথা ভুলে গিয়ে থাকে ,তবে রোযা ভাঙ্গবে না। যদিও তা ইচ্ছাকৃত হয়। অনুরূপভাবে রোযাদারের দিকে কেউ কোন কিছু নিক্ষেপ করলো,আর তা তার কন্ঠে পৌঁছে গেলো । তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে ।

৯.ঘুমন্ত অবস্থায় পানি পান করলো, কিছু খেয়ে ফেললো। অথবা মুখ খোলাছিলো পানির ফোটা কিংবা বৃষ্টি অথবা শিলাবৃষ্টি কন্ঠে চলে গেলো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১০.অন্য কারো থুথু গিলে ফেললো। কিংবা নিজেরই থুথু হাতে নেয়ার পর গিলে ফেললো,তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১১.মুখে রঙ্গিন সূতা ইত্যাদি রাখার ফলে থুথু রঙ্গিন হয়ে গেলো । তারপর ওই রঙ্গিন থুথু গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১২.চোখের পানি বেশি পরিমাণে মুখের ভিতরে চলে গেলে আর সেটা গিলে ফেললে আর যার ফলে সেটার লবণাক্ততা মুখে অনুভূত হলে রোযাভেঙ্গে যাবে। যদি দু এক ফোটা হয়,তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। ঘামের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

১৩.পুরুষ স্ত্রীকে চুম্বন করল বা স্পর্শ করলো অথবা জড়িয়ে ধরলো এবংবীর্যপাত হয়ে গেল,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।আর যদি মহিলা পুরুষকে স্পর্শ করে এবং পুরুষের বীর্যপাত হয়ে যায় ,তা হলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

যে যে বিষয়ে রোযা ভঙ্গ হয় না

১.ভুলবশত: আহার করলে,পান করলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভাঙ্গে না চাই ওই রোযা ফরয হোক বা নফল।৩

২. যদি মাছি , ধুলিবালি কিংবা ধোঁয়া কন্ঠনালী দিয়ে ভিতরে চলে যায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না। ৪

কিন্তু যদি ইচ্ছেকৃতভাবে নিজে ধোঁয়া পৌঁছায়,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৩.শিঙ্গা ৫ বসালে বা তৈল বা সুরমা লাগালে রোযা ভঙ্গ হয় না। যদিও বা তৈল বা সুরমার স্বাদ কন্ঠনালীতে অনুভব হয়। এমনকি থুথুর মধ্যে সুরমার রং দেখা গেলেও রোযা ভঙ্গ হয় না।

৪.কথা বলতে বলতে থুথুর দ্বারা ঠোট ভিজে গেল এবং পরে সেটা গিলে

ফেললো বা কফ মুখে আসলো এবং গিলে ফেললো , এতে রোযা ভঙ্গ হলো না। কিন্তু এসব থেকে বিরত থাকা চায়।

৫.কানে পানি ঢুকে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না;বরং খোদ পানি ঢাললেও রোযা ভাঙ্গবে না।

৬.দাঁত কিংবা মুখে হালকা এমন কোন জিনিষ অজানাবশত: রয়ে গেছে, যা থুথুর সঙ্গে কণ্ঠ নালীর ভিতরে চলে গেল।এতে রোযা ভঙ্গ হয় না।কিন্তু এর স্বাদ যদি কণ্ঠনালীতে অনুভব হয়,তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৭.দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত গেলে, কিন্তু কণ্ঠনালী অতিক্রম করে নিচে নামেনি । তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

রোযা সংক্রান্ত মাসয়ালা

মাসয়ালা:-সেহেরী খাওয়া এবং এতে দেরী করা মুস্তাহাব। কিন্তু সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হওয়ার মত দেরী করা মাকরূহ।

মাসয়ালা:-ইফতারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব,কিন্তু ইফতার এমন সময় করবে,যেন সূর্যাস্ত সর্ম্পকে প্রবল ধারণা করা যায়। যতক্ষন প্রবল ধারণা না হবে ইফতার করবে না। যদিও মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে দেয়। মেঘলা দিনে ইফতার তাড়াতাড়ি করা অনুচিৎ।

মাসয়ালা:-শাইখে ফানি অর্থাৎ ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যার বয়স ঐ মাত্রাই পৌঁছে গেছে যে দিন দিন দূর্বল হয়ে যায় এবং রোযা রাখার কোন ক্ষমতাই থাকেনা (না সেই মূহূর্তে না পরবর্তীতে),এমতাবস্থায় তার উপর ফিদিয়া আবশ্যক অর্থাৎ একটি রোযা পরিবর্তে একজন মিসকীন কে দুই বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়াতে হবে কিংবা সাদকায়ে ফিতরা পরিমাণ

(২ কিলো ৪৭ গ্রাম গম কিংবা সম পরিমাণ মূল্য) মিসকীনকে প্রদান করতে হবে।

মাসয়ালা:মহিলারা হায়েয (ঋতুস্রাব) ও নিফাসগ্রস্থ ছিল ,সে রাত্রিতে আগামীগকাল রোযা রাখার নিয়াত করল। সুবেহ সাদিকের পূর্বে হায়েজ নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেল তাহলে রোযা শুদ্ধ হবে।

ই'তিকাফ

মাসজিদে ইতিকাফের নিয়াতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অবস্থান করার নাম ইতিকাফ ।রমজান মাসের শেষের দশ দিনের ইতিকাফ হল সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কারণ হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। এর হুকুম হল,যদি সবাই বর্জন করে, তাহলে সবাই দায়ী হবে আর যদি যে কোন একজন পালন করে , তাহলে সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

মাসয়ালা:-২০ শে রমযান সূর্যাস্তের সময় ইতিকাফের নিয়াতে মাসজিদে প্রবেশ করতে হবে,এবং ৩০ শে রমযান সূর্যাস্তের পর বা ২৯ শে রমযান চাঁদ দেখার খবর হওয়ার পর বের হতে হবে।

যাকাত

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত তাকে বলা হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে কোন মুসলমান ফকীরকে সম্পদের শরীয়ত নির্ধারিত একটি অংশের মালিক বানিয়ে দেওয়া ।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহ:-১.মুসলমান হওয়া ২.বালেগ হওয়া ৩.বিবেককবান হওয়া ৪.আযাদ হওয়া ৫.নেসাব পরিমাণ

সম্পদের মালিক হওয়া ৬.পূর্ণভাবে মালিক হওয়া ৭.নেসাব ঋণমুক্ত হওয়া ৮.নেসাব ব্যবহারিক সামগ্রী থেকে মুক্ত হওয়া ৯.সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া ১০.বছর অতিবাহিত হওয়া।

মালিকে নেসাব কাকে বলে

মালিকে নেসাব বা নেসাবের অধিকারী বলতে মুল ব্যবহারিক সামগ্রী ছাড়া দুশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি বা বিশ মিসকাল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া কে বোঝায়।

বর্তমান সময়ে এক তোলার ওজন হল ১২ গ্রাম ৪৪১ মিলি গ্রাম (প্রায়)। এই হিসাব অনুযায়ী সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির ওজন হবে ৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম ।

যাকাতের হক্বদার কারা

যাকাতের প্রকৃত হক্বদার হল:- ফক্বীর, মিসকীন,যাকাত ওসুল কারী, মুক্তি পণের শর্তযুক্ত গোলাম,ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি,আল্লাহর রাস্তায়,মুসাফির।

মাসয়ালা:-কোন দেওবন্দী,তাবলিগী এবং ওহাবী কে কিংবা তাদের কোন প্রতিষ্ঠানে জাকাত,ফেতরা ও ওশুর দেওয়া কঠিন হারাম। তাদের কে দিলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে। আল্লাহ ও রাসুলের শানে গুস্তাখি ও বে আদবী করার জন্য মক্কাও মাদিনা শরীফের ওলামায়ে কেরাম গণ তাদের কাফের ও মুরতাদের ফতওয়া দিয়েছেন।

মাসয়ালা:-ব্যঙ্কের জমাকৃত অর্থ জমাকারীর মালিকত্বেও থাকে,যদি সেই অর্থের দ্বারা নেসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে বছর অতিক্রম করলেই যাকাত ওয়াজিব হবে।

কোন কোন মালের উপর যাকাত ওয়াজিব

১.অলংকার অর্থাৎ সোনা , চান্দি ২.ব্যবসায়িক সামগ্রী ৩. বিচরণ কারী প্রাণী।

হিলায়ে শরয়ী কী

হিলায়ে শরয়ীর ত্বরীকা হল চাঁদার অর্থ কোন ফকীর কে দিয়ে তাকে মালিক করে দেওয়া এবং পূণরায় সে নিজ হতেই তা মাদ্রাসায় দিয়ে দেবে।

সাদক্বায়ে ফেত্‌র

হযরত সাইয়েদুনা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ,বান্দার রোযা আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলতে থাকে ,যতক্ষন পর্যন্ত না সে সাদক্বায়ে ফেত্‌র আদায় না করে।

কুরবানীর বর্ণনা

নির্দিষ্ট পশু নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর ওয়াস্তে সাওয়াবের নিয়তে জাবেহ করাটা হচ্ছে কুরবানী। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সামর্থ্য থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি এই ইবাদত পালন করে না তার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে , য়ার কুরবানীর সামর্থ্য রয়েছে কিন্তু কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।

কার কার উপর কুরবানী ওয়াজিব

মুসলমান,মুকীম,নেসাবের অধিকারী ও আযাদের উপর এটা ওয়াজিব।

কুরবানীর সময়:-১০ জিলহজ্ব তারিখের সুবহ সাদিকের সময় শুরু করে ১২ জিলহজ্ব তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ তিনদিন দুই রাত। তবে দশ তারিখে সবচেয়ে উত্তম।

মাসয়ালা :-কুরবানীর দিনে কুরবানী করাই হল জরুরী, কোন অন্য বস্তু এর পরিপূরক হতে পারবে না। যেমন কুরবানীর পরিবর্তে কোন ছাগল বা তার মূল্য সদক্বা করলে তা যথেষ্ট হবে না। কিন্তু এর বদল হয় অর্থাৎ নিজেকেই কুরবানী করতে হবে এমন কথা নয় বরং অন্য কাওকে হুকুম দিলে যদি সে কুরবানী করে তাহলে তা হয়ে যাবে।

কুরবানী করার নিয়ম

-কুরবানীর পশু যাবেহ করার আগে শেষ পানি পান করাতে হবে। আগে থেকেই ছুরি ধারালো করে নিতে হবে । তবে পশুর সামনে নয়। পশুকে বাম পাশ করে শোয়াতে হবে যেন ক্বীবলার দিকে মুখ হয় এবং যাবেহ কারী স্বীয় ডান পা ওটার রানের উপর রেখে ধারালো ছুরি দিয়ে তাড়াতাড়ি যাবেহ করে দেবে। যাবেহ করার পূর্বে এ দুআটি পড়তে হবে:-

اِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَالسَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِى وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ:-ইন্নী অজ্জাহ্তু ওয়াজ হিয়া লিল্লাজী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাঁও অমা আনা মিনাল মুশরিকীনা ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকী ওয়াহ মাহ্ ইয়া অ মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীনা লা শারি কালাহু ওয়াবি জালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীনা আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া মিনকা বিস মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে হলে জবাহ করার পর এই দুয়াটি পাঠ করতে হবে:- 'আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন খালীলিকা ইব্রাহীমা আলাই হিস্ সালাম ওয়া বে হাবিবিকা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।'

আর যদি কুরবানী অপরের পক্ষ থেকে হয় তা হলে ' মিন্নী ' শব্দের স্থানে 'মিন ' বলতে হবে।

আক্বীকা

শিশু জন্মের পর আল্লাহর শুকরীয়া স্বরূপ যে পশু যাবেহ করা হয় তাকে 'আক্বীকা' বলে। আক্বীকা মুস্তাহাব আর এর জন্য সপ্তম দিবসই উত্তম। আক্বীকার পশু যবাহ করার সময় **পুত্র সন্তান** হলে এই দুআটি পড়তে হবে

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মা হাজিহী আক্বীকাতুফুলানিন দামুহা বেদামিহী ওয়া আজমুহা বে আজমিহী ওয়া জিলদুহা বি জিলদিহী ওয়া শারুহা বি শারিহী আল্লাহুম্মাজ আলহা ফিদায়াল লি ফুলানিন মিনান্নারী বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ।

মৃত্যুর বর্ণনা

মৃত্যুর সময় যখন সন্নিকট হবে লক্ষণ সমূহ পাওয়া যাবে , তখন সুন্নত হলো ডান পাশ করে শোয়াতে হবে। ক্বিবলামুখী করে দেওয়া এবং চিৎ করে শয়ন করানোও জায়েয। পা-দ্বয় ক্বীবলার দিকে রাখবে । এরূপ অবস্থায় ক্বীবলার দিকে মুখ হয়ে যাবে । কিন্তু এরূপ অবস্থায় ক্বিবলার দিকে মুখ হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় মাথা সামান্য উচুঁ করে রাখবে। ক্বীবলা মুখী করা যদি কষ্টকর হয় ,তাহলে যে রকম ছিল সে রকমই রাখবে।

মাসআলা:-জাকুনির সময় যতক্ষণ রুহ ওষ্ঠগত না হয় ততক্ষণ তালকীন করতে হবে অর্থাৎ উচ্চস্বরে তার পার্শ্বে এই কালমা পাঠ করতে হবে। তবে তাকে বলার জন্য নির্দেশ দেবে না।

মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়ার পদ্ধতি

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ফরযে কেফায়া। কয়েকজন মিলে গোসল দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

গোসল করানোর নিয়ম হচ্ছে ,যে আসনে বা তক্তায় গোসল দেয়ার ইচ্ছা হয় সেটাকে পরিষ্কার ভাবে সাফ করে আগরবাতী কিংবা ধুনো দ্বারা তার চারদিকে তিন বা পাঁচ বা সাতবার ঘুরাতে হবে এবং সেটার উপর মৃত ব্যক্তিকে শুইয়ে দিয়ে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোন কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। অত:পর গোসলদাতা নিজ হাতে কাপড় জড়িয়ে প্রথমে শৌচক্রিয়া করাবে। তারপর নামাজের ন্যায় ওজু করাবে অর্থাৎ প্রথমে

মুখ তারপব কনুই সমেত দুই হাত ধোয়াবে। তারপর মাথা মুসাহ করাবে এবং. পরে পা ধোয়াবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ওযুতে প্রথমে কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়া,কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া নেই। কেবল কাপড় অথবা তুলা ভিজিয়ে দাঁত ,মাড়ি,ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র মুছে দিতে হবে। অত:পর চুল ও দাড়ি থাকলে গোলাপজল দ্বারা ধুইয়ে দিতে হবে। এটা পাওয়া না গেলে পবিত্র সাবান যা মুসলমানদের কারখানায় তৈরী হয় বা বেসন অথবা অন্য কিছু দ্বারা ধোয়াতে হবে। এই সব কিছু পাওয়া না গেলে কেবল পানিই যথেষ্ট। তারপর মৃত ব্যক্তিকে বাম পাশে করে শোয়াবে অনুরূপভাবে পানি ঢালবে। যদি কুল পাতা সিদ্ধ পানি পাওয়া না যায় তাহলে পরিষ্কার মৃদু গরম পানিই যথেষ্ট । অত:পর হেলান করে বসায়ে আস্তে আস্তে পেটের উপর হাতে চাপ দিবে এবং কিছু বের হলে ধুইয়ে ফেলবে। ওযু গোসল পুনরায় করাবে না।এরপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীরে কর্পুরের পানি ঢেলে দিবে। তারপর কোন কাপড় দ্বারা ওর শরীরটা আস্তে আস্তে মুছে দিবে।

কাফনের বর্ণনা

পুরুষের জন্য কাফনের সুন্নাত হচ্ছে তিনটি কাপড় লেফা ফা ,ইযার ও কামিছ এবং মহিলার জন্য কাফনে সুন্নাত হচ্ছে পাঁচটি কাপড় যথা-লেফাফা ,ইযার ,কামীস,উড়নি এবং সিনাবন্দ

কাফন পরিধানের নিয়ম

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর ধীরে ধীরে কোন কাপড় দ্বারা মুছে

নিবে । কাপড় যেন ভিজে না যায়. কাফনকে একবার তিনবার পাচবার বা সাতবার আগর বাতি এ জাতীয় বস্তু দ্বারা ধোঁয়া দিবে। অত:পর কাফন এমনভাবে বিছাবে যে, প্রথম বড় চাদর এরপর তাহবন্দ অত:পর কামীস বিছাবে। তার পর মৃত ব্যক্তিকে ওটার ওপর শোয়াবে এবং কামীস বা কুর্তা বিছাবে। তার দাঁড়ি ও সমস্ত শরীরে সুগন্ধি লাগাবে এবং সিজদার অঙ্গসমূহ অর্থাৎ মাথা,নাক,হাটু ও পায়ে কর্পুর লাগাবে ।তার পর লেফাফা প্রথমে বামদিক থেকে পরে ডানদিক থেকে জড়াবে। যেন ডানদিকটা উপরে থাকে । অত:পর চুলও পায়ের দিক বাধঁবে যাতে উড়ার আশঙ্কা না থাকে। মহিলাকে কামীস অর্থাৎ কাফনী পরিধান করানোর পর ওর চুলকে দুভাগ করে কাফনীর উপর বুক বরাবর রেখে দেবে এবং উড়নি অর্ধপিঠের নীচ থেকে মাথা পর্যন্ত এনে মুখের উপর নিকাবের মত রাখবে।যেন বুক পর্যন্ত অবৃত থাকে । এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে অর্ধপিট থেকে বুক পর্যন্ত এর প্রস্থ হচ্ছে এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত । অত:পর নিয়ামানুসারে ইযার ও লেফাফা জড়াবে .শেষে সবগুলোর উপর সীনা বন্দ স্তনের উপর থেকে রান পর্যন্ত এনে বাধবে।

কবর ও দাফন

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরজে কেফায়া ।কবর দৈর্ঘ বা লম্বায় মৃত ব্যক্তির দেহের সমান হতে হবে। প্রস্থে বা চওড়ায় অর্ধ দেহ পরিমাণ হতে হবে।দেহ পরিমাণ গভীরতা হওয়াটা উত্তম। কবরের গভীরতা বলতে লাহাদ বা সিন্ধুকের গভীরতা বুঝতে হবে; এমন নয় যে, যেখান থেকে খনন শুরু হয়েছে ওখান থেকে শেষ পরিমাণ পর্যন্ত গন্য করা হবে।

লাশ কবরে রাখার সময় পড়বার দোআ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِا للّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণ:- বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহি

মাসআলা:-হযরত আইনি শারহ কানয এর মধ্যে লিখেছেন যে, যে সব ব্যক্তি মাইয়েতের দাফনে উপস্থিত থাকবে,তারা সকলেই দুই হাতের দ্বারা মাটি নিয়ে তিন তিন বার মাথার দিক হতে ঢালবে।

প্রথমবাব مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ ‘ মিনহা খালক্‌নাকুম’

দ্বীতিয়বার وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ‘ ওয়া ফিহা নুয়িদুকুম ’

এবং

তৃতীয় বাব وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ،

ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা’ বলবে।

মৃতা যদি মহিলা হয় তাহলে এই দুআ বলবে।

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ

উচ্চারণ:-আল্লাহুম্মা আদখিলনাল জান্নাতা বিরহমাতিকা

মাসআলা:-কবরে চাটাই ,মাদুর ইত্যাদি বিছানো নাজায়েজ। কারণ এটা অনর্থকসম্পদেরঅপচয়।(**দুররেমুখতার১মখন্ড৮৩৬ পৃ:**)

মাসআলা:-কবরের উপর বসা,শোয়া,হাঁটা,পায়খানা,প্রসাব করা হারাম। কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরী করা হলে ,সেটা দিয়ে চলাফেরা নাজায়েজ। নতুন রাস্তা হওয়া জানা থাকুক কিংবা ধারণায় থাকুক।(**আলমগিরী,দুররে মুখতার,,কানুনে শরীয়ত ১৭৩ পৃ:**)

হজের বর্ণনা

হজ হল ইহরাম বেধেঁ জিল হজ মাসের নয় তারিখ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান এবং কাবা মোয়াজ্জামাব তাওয়াফ করা এবং এর জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। আরবী বছরের ৯ম হিজরীতে হজ ফরয হয়েছে।এর ফরয হওয়াফরয কাতই অর্থাৎ কোরান ও হাদিসের অকাট্য দলীল দ্বারা সাবস্ত্য। এর অস্বীকার কারী হল কাফের। সারা জিন্দেগীতে একবারই ফরয। [১]

ফযীলত:-হজ ইসলামী আরকানের মধ্যে পঞ্চম ,হজ পূর্বের গুনাহ সমূহকে মিটিয়ে দেয়,হাজী নিজ ঘরের চারশত জনের শাফায়াত করবে।।

মাসয়ালা:-হজের সময় হল শাওয়াল মাস হতে জিলহজ্ব মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত। এর পূর্বে হজের কর্মসমূহ হতে পারে না,শুধুমাত্র ইহরাম বাঁধা কারণ ইহরাম এর পূর্বেও হতে পারে যদিও তা মাকরুহ। [২]

হজ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহ:-১.মুসলমান হওয়া,২.দারুল হারবের মধ্যে হলে এটা অবগত হওয়া যে ইসলমের ফরযের মধ্যে হয হল একটি, ৩.বালিগ হওয়া,৪.জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া-পাগলের উপর হজ ফরয নয়, ৫.মুক্ত হওয়া ,৬.সুস্থ সবল হওয়া,৭.সফরের খরচের মালিক হওয়া এবং সাওয়ারী বা বাহনের উপযোগী হওয়া,৮.হজের মাসে সমস্ত শর্ত বর্তমান থাকা। [৩]

১.আলমগিরী ১ম খন্ড ২১৬ পৃ:

২.দুররে মুখতার ২০৫ পৃ:,রাদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ২০৬ পৃ:

৩.দুররে মুখতার ২য় খন্ড ১৯৩ পৃ:

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহনে আরোহনের দোয়া

উচ্চারণ-সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুক্বরিনিন, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লা মুনক্বালিবুন।

কোন অসুস্থ কিংবা পিড়ীত ব্যাক্তিকে দেখে পড়ারদোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِى مِمَّنْ ابْتَلَاكَ بِه وَ فَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً

উচ্চারণ:-আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানি মিম্মাব তালাকা বিহী ওয়া ফাদ্বালানী আলা কাসিরীম মিম্মান খালাক্বা তাফদ্বীলা

অর্থ:- আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি তোমাকে যে ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তার বহু সংখ্যক সৃষ্টির ওপর আমাকে মর্যাদা দান করেছেন।

সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে হিফাজতের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى اْلَارْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণ:-বিসমিল্লাহিল্লাজী লা ইয়া দুরু মায়াসমিহি শাইয়ুন ফিল আরদি , ওয়া লা ফিস সামায়ি ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম।

অর্থ:- আল্লাহর নামে, যার নামের বরকতে আসমান ও জমীনের কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

সকল কাজ সফল ও শয়তান থেকে হেফাজতের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ لَا حَوْلَا وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِا للّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম,ওলা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আযিম।

সকল প্রকার মনের অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার দোয়া

"হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়া কীল্" সাড়ে চারশো বার এবং দুয়াটি শুরু করার পূর্বে ও পরে ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে।

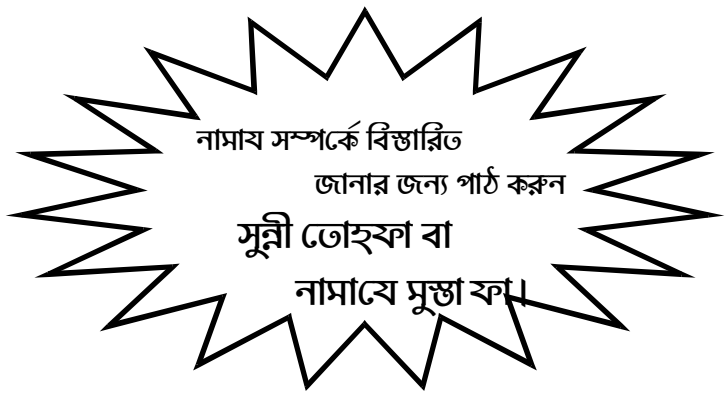

কয়েক প্রকার দরুদ শরীফ

দরুদে গাওসিয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّى عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ وَ اٰلِهِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

উচ্চারণ:আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন মা দীনিল জুদে ওয়াল কারাম ওয়া আলিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

দরুদে রেজবীয়া

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَ اٰلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ صَلٰوةً وَ سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه

উচ্চারণ:-সাল্লাল্লাহু আলা ন্নাবী ইল উম্মিয়ী ওয়া আলিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতাঁও ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ।

দরুদে আলা হযরত

اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا

উচ্চারণ:-আল্লাহু রব্বু মোহাম্মাদিন সল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামা,নাহনু ইবাদু মোহাম্মাদিন সল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামা।

দরুদে মুফতীয়ে আযাম

اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا وَ عَلٰى ذَوِيْهِ وَ اٰلِهِ اَبَدَالدُّهُوْرِ وَ كَرَّمَا

উচ্চারণ:-আল্লাহু রব্বু মোহাম্মাদিন সল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামা,ওয়া আলা যাবিহী ওয়া আলিহী আবাদাদ্ দুহুরে ওয়া কার্‌রামা।

জুমার খোৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه، وَ نَسْتَعِيْنُه، وَ نَسْتَغْفِرُه، وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يَّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَه، .وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه وَحْدَه، لَا شَرِيْكَ لَه، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَعَظِيْمَنَا وَ قَائِدَنَا وَقُرَّةَ اِعْيَنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، وَ صَفِيُّهُ وَ حَبِيْبُهُ صَلّٰى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ,اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَيِّدِيْ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ .اِخْوَةُ الْاِيْمَانِ اِعْلَمُوْا اَنَّنَا نُعَظِّمُ وَ نُحِبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفَةٍ كَمَا جَاءَ فِى شَرْعِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنَّ مُحَبَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَرْضٌ عَلٰى الْمُكَلِّفِيْنَ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .وَلَمَّا قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِي

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاوَالَّذِيْ نَفْسِى بِيَدِهِ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ.فَقَالَ عُمَرُ : فَاِنَّهُ اَلآنَ وَاللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِي .فَقَالَ النَّبِيُّ: اَلآن يَا عُمَرُ.اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ وَ نَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ , يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّنَا فِى قَضَاءِ حَوَائِجِنَا مِنَ الْخَيْرِ وَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي وَ لَكُمْ.

= الخطبة الثانية =

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه، وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَه،وَمَنْ يَّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَه، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه وَحْدَه، لَا شَرِيْكَ لَه، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَعَظِيْمَنَا وَ قَائِدَنَا وَقُرَّةَ اِعْيَنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، وَ صَفِيُّهُ وَ حَبِيْبُهُ

صَلّٰى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ عَلَيْه. اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَه‘ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ
يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ
وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ
يُصَلِّ عَلَيْهِ . اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٌ صَلّٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا وَ عَلٰى ذَوِيْهِ وَ
اٰلِهِ اَبَدَ الدُّهُوْرِ وَ كَرَّمَا. عِبَادَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِا لْعَدْلِ وَ
الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآءِ ذِىْ الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ
الْبَغِىْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰىٓ اَعْلٰى وَ اَوْلٰى
وَاَعَزَّ وَاَجَلُّ وَ اَتَمُّ وَ اَهَمُّ وَ اَكْبَرُ

.....

বিবাহের খোৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه‘ وَ نَسْتَعِيْنُه‘ وَ نَسْتَغْفِرُه‘ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَه‘ وَمَنْ يَّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَه‘ .وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه وَحْدَه‘
لَا شَرِيْكَ لَه‘ وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَعَظِيْمَنَا وَ قَائِدَنَا وَقُرَّةَ
اِعْيَنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه‘ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً .وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَ
الْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا . يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ
تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْااللّٰهَ
وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ
يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه‘ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا. عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ صَدَقَ اللّٰهُ
وَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

সালাম

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু

মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম,
শাময়ে বাযমে হেদায়েত পে লাখোঁ সালাম ।
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম ,
নাওবা হারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম।
দুর ও নাজদিক কে সুন্নে ওয়ালে ওহ কান,
কানে লাআলে কারামাত পে লাখোঁ সালাম।
জিস তরফ উঠ গেয়ী দাম মে দাম আগেয়া,
উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিস্ সুহানী ঘড়ী চামকা তাইবা কা চাঁদ,
উশ দিল আফরোজে সাআত পে লাখোঁ সালাম।
হাম গরীবোকে আক্বাপে বেহাদ দরুদ,
হাম ফকীরো কী সারওয়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিনকে সেজদে কো মেহরাবে কাবা ঝুকী,
উন ভুওকী লাতাফাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ যোবা জিস কো সাব কুন কী কুঞ্জি ক্যহে,
উস কী নাফিয হুকুমাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ দেহান জিস কী হার বাত ওহই খোদা,
চাশমায়ে ইলম ও হিকমাত পে লাখোঁ সালাম।
কাশ মাহশার মে জাব উনকী আমাদ হো আওয়ার ,
ভেজে সাব উন কী শাওকাত কে লাখোঁ সালাম।
,মুঝসে খিদমাত কে কুদসী কাহে হা রেজা ,
মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম।

শাজরা আলিয়া কাদিরীয়া রাজাবীয়া নুরীয়া

ইয়া ইলাহী রহম ফরমা মুসতাফা কে ওয়াস্তে,
ইয়া রাসুলাল্লাহ করম কিজীয়ে খোদাকে ওয়াস্তে।
মুশকিলে হার কার শাহে মুশকিল কুশা কে ওয়াস্তে,
কারবালায়ে রাদ শাহিদে কারবালা কে ওয়াস্তে ।
সাইয়ে সাজ্জাদ কে সাদকে মে সাজিদ রাখ মুঝে,
ইলমে হাক্ব দে বাকিরে ইলমে হুদা কা সাথ হো।
সিদকে সাদিক কা তাসাদ্দুক সাদিকুল ইসলাম কার,
বে গাদাবে রাদি হো কাযিম আওর রেজা কে ওয়াস্তে।
বাহরে মারুফ ও সেরী মারুফ দে বাখুদ সারি
জুনদে হাক্ব মে গিন জুনাইদে বা সাফা কে ওয়াস্তে।
বাহরে শিবলি শেরে হাক্ব দুনিয়া কে কুত্তো সে বাচা,
এক কা রাখ আবদে ওয়াহিদ বে রিয়া কে ওয়াস্তে।
বুল ফারাহ কা সাদক্বা কার গামকো ফারাহ দে হুসন ও সাআদ,
বুল হাসান আওর বু সাইদ সাআদ জা কে ওয়াস্তে ।
ক্বাদিরী কার ক্বাদিরী রাখ ক্বাদিরীও মে উঠা,
ক্বাদরে আব্দুল ক্বাদির ক্বুদরত নুমা কে ওয়াস্তে।
আহসানাল্লাহু লাহু রিযকান্ সে দে রিযকে হাসান,
বান্দাহে রাজ্জাক তাজুল আসফিয়া কে ওয়াস্তে।
নাসরাবি সালেহ কা সাদক্বা সালেহ ওয়া মানসুর রাখ।

দে হায়াতে দেএ মুহিয়ই জা ফাযা কে ওয়াস্তে।
তুরে ইরফান ও উলু ও হামদ্ ও হুসনা বাহা ,
দে আলি মুসা হাসান আহ্মাদ বাহা কে ওয়াস্তে।
বাহারে ইব্রাহীম মুঝ পার নার গাম গুলযার কার,
ভিক দে দাতা ভিখারী বাদশাহ্ কে ওয়াস্তে।
খানায়ে দিল কো দিয়া দে রুয়ে ইমান কো জামাল,
শাহে দিয়া মাওলা জামালুল আওলিয়া কে ওয়াস্তে।
দে মুহাম্মাদ কে লিয়ে রুজি কার আহ্মাদ কে লিয়ে,
খোয়ানে ফাদলুল্লাহ সে হিস্সা গাদা কে ওয়াস্তে।
দিন ও দুনিয়া কী মুঝে বারকাত দে বারকাত সে।
ইশ্কে হাক্ব দে ইশক্বি ইনতেমা কে ওয়াস্তে।
হুব্বে আহলে বায়েত দে আলে মুহাম্মাদ কে লিয়ে,
কার শাহিদে ইশকে হামযায়ে পেশওয়া কে ওয়াস্তে।
দিল কো আছ্ছা তান কো সুথ্রা জান কো পুর নুর কার,
আচ্ছে পিয়ারে শাম্সুদ্দিন বাদরুল উলা কে ওয়াস্তে।
দো জাহা মে খাদিমে আলে রাসুলুল্লাহ কার ,
হাযরাত আলে রাসুলে মুক্বতাদা কে ওয়াস্তে।
নুরে জান ও নুরে ঈমান নুরে কাবর ও হাশর দে,
বুল হুসাইন আহ্মাদ নুরী লেকা কে ওয়াস্তে।
কার আতা আহ্মাদ রেয়ায়ে আহ্মাদে মুরসাল মুঝে,
মেরে মাওলা হাযরাতে আহ্মাদ রেযা কে ওয়াস্তে।

ইয়া খোদা কার গাওসে আযাম আযাম কে গোলামো মে কবুল,
হাম শাবিহে গাওসে আযাম মুস্তাফা কে ওয়াস্তে।
সায়ায়ে জুমলা মাশায়েখ ইয়া খোদা হাম পার র‍্যাহে,
রাহাম ফারমা আলে রাহমা মুস্তাফা কে ওয়াস্তে।
বাহরে হাযরাত মুস্তাফা হায়দার হাসান,
হাসান ও সাফওয়াত কার আতা উনকে গাদা কে ওয়াস্তে।
ইয়া ইলাহী হো রাযায়ে মুস্তাফা হাম কো নাসিব,
সালিকে রাহে রাযা খালিদ রেযা কে ওয়াস্তে।
দোনো আলাম মে জামালে ক্বাদরী কো সাদ রাখ,
ইয়া ইলাহী মুস্তাফা ইবনে রাযা কে ওয়াস্তে।

বাতিল ফিরকার হাত থেকে নিজ ঈমান ও আমল কে হেফাজত করতে সংগ্রহে রাখুন নিম্নের বইগুলি

সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত	
	তাহমীদে ঈমান
জানে ঈমান	সাওতুল হক্ব

দোয়া

ইয়া ইলাহী হার জাগাহ তেরী আতা কা সাথ হো,
জাব পড়ে মুশকিল শাহে মুশকিল কুশা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী ভুল জাওয়ো নাযয়া কী তাকলিফ কো ,
শাদিয়ে দীদারে হুসনে মুস্তাফা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী গোর তেরা জাব কী আয়ে শাখত রাত,
উন কী পিয়ারে মুহ কী সুবহ জা ফিযা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জাব পড়ে মাহশার মে শোরে দার গীর,
আমান দেনে ওয়ালে পিয়ারে পেশওয়া কা সাথ হো ।
ইয়া ইলাহী যাব যোবানে বাহার আয়ে পিয়াসসে,
সাহেবে কাওসার শাহে জোদ ও আতা কা সাথ হো ।
ইয়া ইলাহী গারমীয়ে মাহশার সে যাব ভড়কে বাদান,
দামানে মাহবুব কী ঠান্ডি হাওয়া কা সাথ হো ।
ইয়া ইলাহী নামায়ে আমাল জাব খুলনে লাগে,
আয়বে পোশ খালকে সাত্তার কে সাথ হো।
ইয়া ইলাহী যাব চলো তারিখে রাহে পুল সিরাত,
আফতাবে হাশমী নুরুল হুদা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী যো দুয়ায়ে নেক ম্যায় তুঝসে কারু,
কুদসিও কে লাব সে আমীন রব্বানা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী যাব লে চালে দাফন করনে কবর মে,
গাওসে আযাম পেশ ওয়ায়ে আওলিয়া কা সাথ হো।

সংযোজিত অংশ

আয়াতুল কুরসী

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا
فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ
مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا
شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ
الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ۝﴾

উচ্চারণ:-

বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহিম্

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু অল্ হাইউল ক্বাইউম লা তা খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়া লা নাউম । লা হু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল্ আরদি মান্ যাল্ লাযী ইয়াশ্ফাউ ইনদাহু ইল্লা বি ইযনিহী ইয়ালামু মা বাইনা আইদি হিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়া লা ইউহিতুনা বি শাইয়িম্ মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ ওয়া সিয়া কুরসিইউ হুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়া লা ইয়া উদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিইউল আযীম ।

সংযোজিত অংশ

দুয়ায়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ، وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

উচ্চারণ: -আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাইনুকা অনাসতাগফিরুকা,অনু মিনু বিকা অনাতাক্কালু আলাইকা,অনুসনী আলাইকাল খাইরা,অনাশকুরুকা অলানাক্ফুরুকা, অনাখলায়ু ও নাত্রুকু ,মাই ইয়াফ্ জুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়াকানাবুদু ,অলাকানুসল্লি,অনাস্জুদু,অইলাইকা নাস্আ ,অনাহ্ফিদু, অনারজু রাহমাতাকা অনাখ্শা আযাবাকা, ইন্না আযাবাকা বিলকুফফারি মুলহিক্।

মাদ্রাসা গওসীয়া রেজবীয়া রহমত বেহেশ্তীয়া

(দক্ষিণ বঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা মাসলাকে আলা হযরতের প্রচার ও প্রসার কেন্দ্র) বর্ধমান,পশ্চিম বঙ্গ

এই প্রতিষ্ঠান আপনার,অতএব সকল প্রকার দান, খয়রাত,জাকাত প্রভৃতি দ্বারা এর উন্নতি কল্পে সহযোগীতা করুন।

বিনীত

মোহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবী

যোগাযোগ -৯৭৩২০৩০০৩১

খাস দোয়া

মহান আল্লাহ পাক স্বীয় হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীলায় মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে যারা প্রথমথেকে সহযোগীতা করে আসছেন, তাদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব করুন। (আমীন)

লেখকের কলমে

১.খাতিমুল মুহাক্কীকিন ।
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ ।
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ ।
৪.জানে ঈমান তরজমা ।
৫.মিলাদুন্নাবী ।
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা ।
৭.সুন্নী বায়ান বা তোহফায়ে রমযান ।
৮.সুন্নী বাণী বা তোহফায়ে কুরবানী ।
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ।
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত ।
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা ।
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত) ।
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা ।
১৪. নুরী নামায শিক্ষা ।
১৫.জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা ।
১৬. দোওয়া কিভাবে কবুল হয় ।
১৭. উমরাহ হজ্বের নিয়মাবলী ।
১৮.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে ।
১৯. ত্বালাকের অকাট্য বিধান ।
২০. হুযুর তাজুশশরীয়া ।
২১. সাওতুল হক্ব ।
২২. সুন্নী হজ্ব ও উমরা গাইড
২৩. হুযুর মুফতী-এ-আযাম
২৪.রোগ কি সংক্রামক ?
২৫. জুম্মার খুঁটিনাটি মাসায়েল
২৬. ওহাবী পরিচিতি
২৭. সুন্নী বাহার বা নাত সমাহার

মুসলিম বুক ডিপো

কালিয়াচক , ষ্টার মার্কেট , পাঁচতলা মাসজিদের সামনে

(এখানে কোরান শরীফ সহ আরবী,উর্দু,বাংলায়বিভিন্ন ইসলামীক পুস্তক ,রেহেল,জুজদান,আতর,টুপি,সুরমা প্রভৃতি পাওয়া যায়।)

বি:দ্র:-মুফতী নুরুল আরেফিন সাহেবের লিখিত সব বই এখানে পাওয়া যায়।